খান ইউনিসে গণকবরে ২০০ লাশের সন্ধান

সারে-জমিন

সমাজ পরিবর্তনের ডাক নওশাদের

রূপসী বাংলা

প্রথম ধাপের ভোটের পর কিছুটা চিন্তায় বিজেপি

সম্পাদকীয়

বিজেপির সঙ্গে সেটিং আছে অধীরের: ফিরহাদ হাকিম

সাধারণ

কেকেআর-এর কাছে এক রানে হার বেঙ্গালুরুর

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২২ এপ্রিল, ২০২৪
৯ বৈশাখ ১৪৩১
১২ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 109 ■ Daily APONZONE ■ 22 April 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

লোকসভা নির্বাচনে জেতা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

বাংলায় প্রকৃত ‘ভোট কাটুয়া’ কারা?

জাইদুল হক

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সেই তালিকায় ছিল পশ্চিমবঙ্গের তিনটি লোকসভা কেন্দ্র। তবে পরবর্তী ভোটকে কেন্দ্র করে বাংলায় রাজনীতি এখন তুঙ্গে। বিজেপি একা লড়লেও বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোট পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে না। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস ও

ভোট সভা ২০২৪

বিশ্লেষণ

সিপিএম সহ বাম দলগুলো বিচ্ছিন্ন ভাবে লড়ছে। এই পরিস্থিতিতে একদিকে প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলছেন, দেশে জুড়ে এবার তাদের আসন ৪০০ পার, আর রাহুল গান্ধি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন বিজেপি ২০০ পেরোবে না। মমতার দাবি তৃণমূল গতবারের থেকে বেশি আসন পাবে। কংগ্রেস যদিও রাজ্যে বেশ কয়েকটি আসন পাওয়ার আশা করলেও তারা গতবারের দুটি আসন ধরে রাখার বিষয়ে প্রত্যাশী। অপর দিকে গতবার কোনো আসন না পাওয়া সিপিএম আশার আলো দেখছে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে মুহাম্মদ সেলিমের জেতা নিয়ে। উল্লেখ্য, এবার পশ্চিমবাংলায় লোকসভার লড়াইয়ে নতুন মুখ নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আইএসএফ। গত বিধান সভা নির্বাচনে সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত মোর্চায় শরিক হয়ে আইএসএফ ভাঙড় বিধানসভায় জয়ী হয়েছে। ভাঙড়ের বিধায়ক ফুরফুরার পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আইএসএফ এবার লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যদিও, সিপিএম বা কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের কোনো জোট হচ্ছে না। অবশ্য বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস জোট করেই রাজ্যে লড়ছে। আর জোট নিয়ে বনিবনা না হওয়ায় সংযুক্ত মোর্চা গঠিত না হওয়ায় ভোট কাটাকাটির আশঙ্কা রয়েই গেছে। তবে, বিধান সভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নবাগত আইএসএফকে যেভাবে ভোট কাটুয়া বলে অভিহিত করেছিল, এবার প্রায় একইভাবে ভোট কাটুয়া তকমা দিতে শুরু করেছে কংগ্রেস ও সিপিএম। বিশেষ করে সিপিএম সংযুক্ত মোর্চা ভঙ্গের দায় নওশাদ সিদ্দিকীর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আর তার পরেও ভোট ভাগ করে বিজেপিকে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ তুলছে। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু থেকে শুরু করে পলিটব্যুরো সদস্য মুহাম্মদ সেলিম এমনকি তাদের জোটসঙ্গী কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীও নওশাদের দলকে ভোট কাটুয়া তকমা দিতে শুরু করেছেন। বিষয়টা নিয়ে বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি চলছে।

সম্প্রতি বিমান বসু বলেছেন, আইএসএফ ২০২১ সালে গড়ে উঠেছে। নতুন দল ১২ টি আসন চাইছে, যা সম্ভব নয়। তাদের ভোট লড়াইয়ের শক্তি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বিমান বসু আইএসএফের বিরুদ্ধে ভোট কাটার অভিযোগ তোলেন। বিশেষ করে বামফ্রন্ট ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কোনো আলোচনা ছাড়াই মুর্শিদাবাদে প্রার্থী ঘোষণা করে দেওয়ায় তেড়েফুঁড়ে ওঠেন ওই কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী মুহাম্মদ সেলিম। মুসলিম অধ্যুষিত এই আসনে মুহাম্মদ সেলিম জিতে যাবেন বলে আগেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন অধীর চৌধুরী। তাই সেলিমের ভোট ব্যাংকে আইএসএফ থাবা বসাতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বামফ্রন্ট। যে সেলিম গত বিধানসভায় নির্বাচনে সংযুক্ত মোর্চায় আইএসএফকে শামিল করতে বিশেষ প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন, তিনি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, আইএসএফ আসলে কার বিরুদ্ধে লড়ছে, বিজেপির বিরুদ্ধে না সিপিএমের বিরুদ্ধে? লড়াইটা হচ্ছে বিজেপির বিরুদ্ধে। কেউ কেউ বিজেপির বিরুদ্ধে বলছে, কেউ কেউ সিপিএমের বিরুদ্ধে। বুঝতে হবে কে কার পক্ষে।

এক ধাপ এগিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী ভাঙড়ের বিধায়ককে ‘ছোট ওয়েইসি’ এবং ‘বিজেপির ভোট কাটুয়া’ বলে কটাক্ষ করেছেন। অধীর বলেছেন, আমাদের এখানকার ওয়াইসি এসেছেন! ছোট ওয়াইসি হায়দরাবাদ থেকে এখানে এসেছেন। তিনি এখন অনেক মন্তব্য করবেন। সব বিজেপির ভোট কাটুয়া। বিজেপির পয়সায় ময়দানে নেমেছে।

থেমে নেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সম্প্রতি মমতা আইএসএফকে আক্রমণ করে বলেছেন, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস, আরেকটা নতুন মুসলিমদের দল হয়েছে। যেমন হায়দরাবাদের মিম, বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করে নেওয়া ওদের কাজ। যাতে তৃণমূল জিততে না পারে...দয়া করে ওদের চক্রান্তে পা দেবেন না।

তবে, নওশাদ সিদ্দিকী ভোট কাটুয়া তকমা নিতে রাজি নন। নওশাদ বলেছেন, যাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে বসাতে চাইছি, তাঁরাই আবার পিছড়ে বর্গদের নিয়ে তৈরি দল আইএসএফকে কোণঠাসা করছেন! দুঃখের বিষয়, জানি না কোন দলের মধ্যে কীভাবে আরএসএসের লোক ঢুকে বসে আছে। তবে ভোট কাটাকাটির খেলায় যে বিজেপি রাজ্যের বেশ কিছু আসনে জিততে পারে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। গত লোকসভা ও বিধানসভায় নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেহেতু গত লোকসভা নির্বাচনে আইএসএফের অস্তিত্ব ছিল না, তাই ওই নির্বাচনে তাদের ভূমিকা ছিল না। কিন্তু ২০২১ এর নির্বাচনে ভূমিকা ছিল।

উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির ব্যাপক উত্থান হয়। এমনকি বিধানসভায় নির্বাচনে। তাতে দেখা গেছে ভোট কাটাকাটির জেরেই বিজেপির বহু আসনে জয় এসেছে। এই ভোট কাটুয়ার দলে কোন কোন বিজেপি বিরোধী দলের বিশেষ ভূমিকা ছিল তা ফলাফল বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে। বোঝা যাবে আসলে ভোট কাটুয়া কারা আইএসএফ, সিপিএম না কংগ্রেস?

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ১৮ টি আসন পেয়ে তাক লাগিয়ে দেয়। আর সেই সূত্রেই বিজেপি ২০২৪ নির্বাচনেও দাবি করছে তাদের আসন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিজেপির ১৮ টি আসনে পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে সিপিএমের। তারপরে কংগ্রেসের। হ্যাঁ বিষয়টি অবাক করতে পারে। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলের তথ্য সেই কথাই বলছে। বাম দল ও কংগ্রেস যদি ভোট কাটাকটিতে ভূমিকা না নিত তাহলে তৃণমূলের অন্তত আটটি লোকসভা আসন বাড়ত। আর বিজেপির কমে যেত আটটি আসন। বিজেপি পেত মাত্র ১০টি আসন।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের তথ্য বলছে, বালুরঘাট, ব্যারাকপুর, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান-দুর্গাপুর, হুগলি, ঝাড়গ্রাম ও রায়গঞ্জে বিজেপির জয়ের মূলে বাম দলগুলির ব্যাপক ভোট। বালুরঘাটে বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার ৬০,৬৯৬ ভোটে জিতেছিলেন। কিন্তু আরএসপি প্রার্থী রনেন বর্মন পেয়েছিলেন ৭২,৯৯০। ভোট কাটাকাটিতে জিতে যান সুকান্ত। যে ব্যারাকপুরে অর্জুন সিং বিজেপির টিকিটে জেতার ব্যাপারে এবারও প্রত্যাশী তার জেতার ভিত্তি ছিল সিপিএমের ভোট কাটার উপর। ২০১৯-এ অর্জুন সিং জিতেছিলেন ১৪, ৮৫৭ ভোটে। কিন্তু সিপিএম প্রার্থী পেয়েছিলেন ১,১৭,৪৫৬ ভোট। তার ফায়দা তোলেন অর্জুন সিং। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে সৌমিত্র খাঁ জিতেছিলেন ৭৮,০৪৮ ভোটে। সেখানে সিপিএমের সুনীল খান ১,০২,৪৫৬ ভোট পেয়ে বিজেপির জয়ে পথ সহজ করে দেন।

বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের ডা, মমতাজ সংঘমিতাকে বিজেপির এস এস আহলুওয়ালিয়া হারান মাত্র ২,৪৩৯ ভোটে। কিন্তু সিপিএম প্রার্থী নেপালদেব ভট্টাচার্য ১,৬৭,৫৯০ ভোট পাওয়ায় মমতাজের জেতার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। হুগলি কেন্দ্রে লকেট চ্যাটার্জি বিজেপির টিকিটে ৭৩,৩৬২ ভোটে জেতেন, যেখানে সিপিএমের প্রদীপ সাহা ১,২১,৩৬২ ভোট পান। ঝাড়গ্রামে বিজেপির কুনার হেমব্রম ১১,৭৬৭ ভোটে জিতেছিলেন। অথচ, সিপিএমের দেবলীনা হেমব্রম পেয়েছিলেন ৭৫,৬৮০ ভোট। একইভাবে রায়গঞ্জেও ভোট কাটাকাটিতে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরি। তিনি ৮৪,২৮৮ ভোট পেলেও সিপিএমের মুহাম্মদ সেলিম ১,৮২,০৮৫ ভোট পেয়েছিলেন। অপরদিকে, মালদা উত্তর কেন্দ্রে বিজেপির খগেন মুর্মু জেতেন ৮৪,২৮৮ ভোট। কিন্তু কংগ্রেসের ঈশা খান চৌধুরি ৩,০৫,২৭০ ভোট পাওয়ায় তৃণমূলের মৌসুম নূর হেরে যান। এই আটটি কেন্দ্রে ‘ইন্ডিয়া’ জোট হলে বিজেপির পরাজয় প্রায় সুনিশ্চিত ছিল।

আর গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সিপিএম ও কংগ্রেসের ভোট ভাগাভাগি না হলে বিজেপির আসন ৭০ থেকে ৪৭টি আসন কমে যেত। আর তৃণমূলের আসন বেড়ে যেত ৪৭টি। তাই বিজেপিকে হারাতে বাংলায় ইন্ডিয়া জোটের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

সেজন্য ইন্ডিয়া জোট না গড়ার খেসারত দিতে হতে পারে তৃণমূল, কংগ্রেস ও সিপিএমকে। তাই ভোট কাটুয়া হিসেবে আগেভাগে আইএসএফের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে। তারা হয়ত ভাবছেন বিজেপির জয়ের মূলে হয়ত আইএসএফের ভোট কাটাই আসল হয়ে উঠবে। অথচ, গত বিধানসভা নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে ভাঙড়ে জেতা ছাড়াও ছটি বিধানসভা কেন্দ্রে আইএসএফ প্রভাব ফেলেছিল। তার তিনটিতে ছিলেন মুসলিম প্রার্থী আর তিনটিতে ছিলেন হিন্দু প্রার্থী। এই ছটি কেন্দ্রে আইএসএফ ব্যাপক ভোট পাওয়ার কারণে তৃণমূলের জয় হয়, আর বিজেপির হার হয়। তাই আইএসএফ যে শুধু মুসলিম ভোট পায় সেই ধারণা নাও মিলতে পারে। তার সপক্ষে আইএসএফ চেয়ারম্যান সম্প্রতি এক শীর্ষ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, আইএসএফকে শুধু মুসলিমদের দল বললে ভুল হবে, আইএসএফ তফশিলি জাতি উপজাতি, আদিবাসী, দলিত শ্রেণি তথা দরিদ্র অবহেলিত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই সঙ্গে তিনি ভোট কাটুয়া তকমারও বিরোধিতা করেন। যদিও ২০২৪-এর ভোটে বাংলায় ইন্ডিয়া জোট না হওয়ার ফায়দা লুটতে পারে বিজেপি। তখনই বোঝা যাবে প্রকৃত ভোট কাটুয়া কোন দল।

বিধানসভা ২০২১: ভোট কাটার ক্ষেত্রে বাম দল

নং	বিধানসভা	জয়ী দল	বিজেপির প্রাপ্ত ভোট	তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট	জয়ের মার্জিন	সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট
১	আরামবাগ	বিজেপি	১,০৩,১০৮ মধুসূদন বাগ	৯৫,৯৩৬ সুজাতা মণ্ডল	৭,১৭২	১৪,৯৬৫ শক্তিমোহন মালিক
২	আসানসোল দক্ষিণ	বিজেপি	৮৭,৮৮১ অগ্নিমিত্র পল	৮৩,৩৯৪ সায়নী ঘোষ	৪,৪৮৭	১৫,৯৭২ প্রশান্ত ঘোষ
৩	বিষ্ণুপুর	বিজেপি	৬,৫৭,০১৯ সৌমিত্র খাঁ	৫,৭৮,৯৭২ শ্যামল সাঁতরা	৭৮,০৪৮	১,০২,৬১৫ সুনিল খান
৪	বর্ধমান-দুর্গাপুর	বিজেপি	৫,৯৮,৩৭৩ আহলুওয়ালিয়া	৫,৯৫,৯৩৭ মমতাজ সংঘমিত্রা	২,৪৩৯	১,৬৭,৫৯০ নেপালদেব ভট্টাচার্য
৫	হুগলি	বিজেপি	৬,৭১,৪৪৮ লকেট চ্যাটার্জি	৫,৯৮,০৮৬ ডা. রত্না দে নাগ	৭৩,৩৬২	১,২১,৩৬২ প্রদীপ সাহা
৬	ঝাড়গ্রাম	বিজেপি	৬,২৬,৫৮৩ কুনার হেমব্রেম	৬,১৪,৮১৬ বীরবাহা সোরেন	১১,৭৬৭	৭৫,৬৮০ দেবলীনা হেমব্রেম
৭	বালুরঘাট	বিজেপি	৭২,১২৯ অশোক কুমার লাহিড়ি	৫৮,৬৯৩ শেখর দাশগুপ্ত	১৩,৪৩৬	১৬,১৫৩ সুচেতা বিশ্বাস*
৮	বনগাঁ দক্ষিণ	বিজেপি	৯৭,৮২৮ স্বপন মজুমদার	৯৫,৮২৪ আলো রানি সরকার	২,০০৪	১০,০৬৯ তাপস কুমার বিশ্বাস
৯	বনগাঁ উত্তর	বিজেপি	৯৭,৭৬১ অশোক কীর্তিনিয়া	৮৭,২৭৩ শ্যামল রায়	১০,৪৮৮	১৪,০৫১ পীযূষ কান্তি সাহা
১০	চাকদহ	বিজেপি	৯৯,৩৬৮ বঙ্কিম ঘোষ	৮৭,৬৮৮ শুভঙ্কর সিংহ	১১,৬৮০	৩৩,৭০২ গৌতম সরকার
১১	ছাতনা	বিজেপি	৯০,২৩৩ সত্যনারায়ণ মুখার্জি	৮৩,০৬৯ শুভাশীষ ব্যাটবল	৭,১৬৪	৩৩,৭০২ ফাল্গুনি মুখার্জি*
১২	কোচবিহার দক্ষিণ	বিজেপি	৯১,৫৬০ নিখিল রঞ্জন রায়	৮৬,৬২৯ অভিজিৎ দে ভৌমিক	৪,৯৩১	১০,২৪৬ অক্ষয় ঠাকুর**
১৩	ধূপগুড়ি	বিজেপি	১,০৪,৬৮৮ বিষ্ণুপদ রায়	১০০,৩৩৩ মিতালি রায়	৪,৩৫৫	১৩,১০৭ প্রদীপ কুমার রায়
১৪	দিনহাটা	বিজেপি	১,১৬,০৩৫ নিশীথ প্রামানিক	১১৫,৯৭৮ উদয়ন গুহ	৫৭	৬,০৬৯ আবদুর রউফ**
১৫	দুবরাজপুর	বিজেপি	৯৮,০৮৩ অনুপ কুমার সাহা	৯৪,২২০ দেবব্রত সাহা	৩৮৬৩	৬,০১৪ বিজয় বাগদি**
১৭	ফালাকাটা	বিজেপি	১,০২,৯৯৩ দীপক বর্মন	৯৯,০০৩ সুভাষ চন্দ্র রায়	৩,৯৯০	১০,৭৭২ ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়
১৮	গাইঘাটা	বিজেপি	১,০০,৮০৮ সুব্রত ঠাকুর	৯১,২৩০ নরোত্তম দাস	৯,৫৭৮	১৪,৪৩৮ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর#
১৯	গঙ্গারামপুর	বিজেপি	৮৮,৭২৪ সত্যেন্দ্রনাথ রায়	৮৪,১৩২ গৌতম দাস	৪,৫৯২	১২,২৭৩ নন্দলাল হাজরা
২০	গাজোল	বিজেপি	১০০,৬৫৫ চিন্ময় দেব বর্মন	৯৮,৮৫৭ বাসন্তী বর্মন	১,৭৯৮	১৩,৯৫০ অরুণ কুমার বিশ্বাস
২১	গোঘাট	বিজেপি	১০২,২২৭ বিশ্বনাথ করক	৯৮,০৮০ মানস মজুমদার	৪,১৪৭	১৪,৩৭৮ শিব প্রসাদ মল্লিক**
২২	হলদিয়া	বিজেপি	১০৪,১২৬ তাপস মণ্ডল	৮৯,১১৮ স্বপন নস্কর	১৫,০০৮	২২,৬৮৮ করপাইক মনিকা
২৩	হরিণঘাটা	বিজেপি	৯৭,৬৬৬ অসীম সরকার	৮২,৪৬৬ নিলীমা নাগ	১৫,২০০	২৪,৮০০ অলকেশ দাস
২৪	ইন্দাস	বিজেপি	১০৪,৯৩৬ নির্মল কুমার ধাড়া	৯৭,৭১৬ রুনু মেটে	৭,২২০	১২,৬১৯ নারায়ণ কুমার শীল
২৫	জয়পুর	বিজেপি	৭৪,৩৮০ নরহরি মাহাতো	৬২,১৮০ ফণিভূষণ কুমার ##	১২,২০০	১৯,৪১৩ ধীরেন্দ্রনাথ মাহাতো**
২৬	কল্যাণী	বিজেপি	৯৭,০২৬ অম্বিকা রায়	৯৪,৮২০ অনিরুদ্ধ বিশ্বাস	২,২০৬	২২,১৬৫ সবুজ দাস
২৭	কাশীপুর	বিজেপি	৯২,৯৩৮ কমলাকান্ত হাঁসদা	৮৫,৫৫১ স্বপন বেলথারিয়া	৭,৩৮৭	১০,৯২৭ মল্লিকা মাহাত
২৮	কোতলপুর	বিজেপি	১০৬,০২২ হরকালি প্রতিহার	৯৪,২৩৭ সঙ্গীতা মালিক	১১,৭৮৫	১৭,৭৫৭ অক্ষয় সাঁতরা
২৯	কুমারগ্রাম	বিজেপি	১,১১,৯৭৪ মনোজ ওরাঁও	১০০,৯৩৭ লিওস কুজুর	১১,০০১	১১,২৫৩ কিশোর মিনজ*
৩০	নন্দীগ্রাম	বিজেপি	১,১০,৭৬৪ শুভেন্দু অধিকারী	১০৮,৮০৮ মমতা ব্যানার্জি	১,৯৫৬	৬,২৬৭ মীনাক্ষী মুখার্জি
৩১	ওন্দা	বিজেপি	১,০৪,৯৪০ অমরনাথ শাখ্য	৯৩,৩৮৯ অরূপ কুমার খান	১১,৫৫১	১৫,৬১৩ তারাপদ চক্রবর্তী**
৩২	পারা	বিজেপি	৮৭,৩৪৭ নাদিয়ার বাউড়ি	৮৩,৩৪০ উমাপদ বাউড়ি	৪,০০৭	১৩,৬৮১ স্বপন বাউড়ি
৩৩	রঘুনাথপুর	বিজেপি	৯৫,৭৭০ বিকোনন্দ বাউড়ি	৯০,৩৩২ হাজারি বাউড়ি	৫,৪৩৮	১৪,৭৩৮ গণেশ বাউড়ি
৩৪	শালতোড়া	বিজেপি	৯১,৬৪৮ চন্দনা বাউড়ি	৮৭,৫০৩ সন্তোষ মণ্ডল	৪,১৪৫	১৪,০৮৪ নন্দদুলাল বাউড়ি
৩৫	সোনামুখী	বিজেপি	৯৮,১৬১ দিবাকর ঘরামি	৮৭,২৭৩ শ্যামল সাঁতরা	১০,৮৮৮	১৫,৭২৫ অজিত রায়
৩৬	তপন	বিজেপি	৮৪,৩৮১ বুধরাই টুডু	৮২,৭৩১ কল্পনা কিস্কু	১,৬৫০	১২,০৮৮ রঘু উড়াও*

সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন   আরএসপি*   ফরওয়ার্ড ব্লক**   সিপিআই#   কংগ্রেস##   ■ আপনজন গ্রাফিক্স

লোকসভা ২০১৯: ভোট কাটার ক্ষেত্রে বাম-কংগ্রেস

নং	লোকসভা	জয়ী দল	বিজেপির প্রাপ্ত ভোট	তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট	জয়ের মার্জিন	সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট
১	বালুরঘাট	বিজেপি	৫,৩৯,৩১৭ সুকান্ত মজুমদার	৫,০৬,০২৪ অর্পিতা ঘোষ	৮০,৬৯৬	৭২,৯৯০ রনেন বর্মন*
২	ব্যারাকপুর	বিজেপি	৪,৭২,৯৯৪ অর্জুন সিং	৪,৫৮, ১৩৭ দীনেশ ত্রিবেদী	১৪,৮৫৭	১,১৭,৪৫৬ গার্গি চ্যাটার্জি
৩	বিষ্ণুপুর	বিজেপি	৬,৫৭,০১৯ সৌমিত্র খাঁ	৫,৭৮,৯৭২ শ্যামল সাঁতরা	৭৮,০৪৮	১,০২,৬১৫ সুনিল খান
৪	বর্ধমান-দুর্গাপুর	বিজেপি	৫,৯৮,৩৭৩ আহলুওয়ালিয়া	৫,৯৫,৯৩৭ মমতাজ সংঘমিত্রা	২,৪৩৯	১,৬৭,৫৯০ নেপালদেব ভট্টাচার্য
৫	হুগলি	বিজেপি	৬,৭১,৪৪৮ লকেট চ্যাটার্জি	৫,৯৮,০৮৬ ডা. রত্না দে নাগ	৭৩,৩৬২	১,২১,৩৬২ প্রদীপ সাহা
৬	ঝাড়গ্রাম	বিজেপি	৬,২৬,৫৮৩ কুনার হেমব্রেম	৬,১৪,৮১৬ বীরবাহা সোরেন	১১,৭৬৭	৭৫,৬৮০ দেবলীনা হেমব্রেম
৭	রায়গঞ্জ	বিজেপি	৫,১১,৬৫২ দেবশ্রী চৌধুরি	৪,৫১,০৭৮ কানাইলাল আগরওয়াল	৮৪,২৮৮	১,৮২,০৮৫ মুহাম্মদ সেলিম

সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন   আরএসপি*   ■ আপনজন গ্রাফিক্স

নং	লোকসভা	জয়ী দল	বিজেপির প্রাপ্ত ভোট	তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট	জয়ের মার্জিন	কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট
১	মালদা উত্তর	বিজেপি	৫,০৯,৫২৪ খগেন মুর্মু	৪,২৫,২৩৬ মৌসুম নূর	৮৪,২৮৮	৩,০৫,২৭০ ঈশা খান চৌধুরি

সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন

বিধানসভা ২০২১: ভোট কাটার ক্ষেত্রে আইএসএফ

নং	বিধানসভা	জয়ী দল	তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট	বিজেপির প্রাপ্ত ভোট	জয়ের মার্জিন	আইএসএফ-এর প্রাপ্ত ভোট
১	আমডাঙ্গা	তৃণমূল	৮৮,৯৩৫ রাফিকুর রহমান	৬৩,৪৫৫ জয়দেব মান্না	২৫,৪৮০	৫০,৯০৫ জামালউদ্দিন
২	অশোকনগর	তৃণমূল	৯৩,৫৮৭ নারায়ণ গোস্বামী	৭০,০৫৫ তনুজা চক্রবর্তী	২৩,৫৩২	৪৫,৭৯৫ তাপস ব্যানার্জি
৩	মহিষাদল	তৃণমূল	১,০১,৯৮৬ তিলক চক্রবর্তী	৯৯,৬০০ বিশ্বনাথ ব্যানার্জি	২,৩৮৬	১৩,৭৯৬ বিক্রম চ্যাটার্জি
৪	মন্দিরবাজার	তৃণমূল	৯৫,৮৩৪ জয়দেব হালদার	৭২,৩৪২ দিলীপ জাটুয়া	২৩,৪৯২	২৫,৩৯৭ সঞ্জয় সরকার
৫	পাঁচলা	তৃণমূল	১,০৪,৫৭২ গুলশন মল্লিক	৭১,৮২১ মোহিত ঘন্টি	৩২,৭৫১	৩৫,৫৭৬ আব্দুল জলিল
৬	উলুবেড়িয়া পূর্ব	তৃণমূল	৮৬,৫২৬ বিদেশ বোস	৬৯,৪০০ প্রত্যুষ মণ্ডল	১৭,১২৬	৩০,৪৫৮ আব্বাস খান

সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন   ■ আপনজন গ্রাফিক্স

বিধানসভা ২০২১: ভোট কাটার ক্ষেত্রে কংগ্রেস

নং	বিধানসভা	জয়ী দল	বিজেপির প্রাপ্ত ভোট	তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট	জয়ের মার্জিন	কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট
১	বহরমপুর	বিজেপি	৮৯,৩৪০ সুব্রত মৈত্র	৬২,৪৮৮ ননী গোপাল মুখার্জি	২৬,৮৫২	৪০,১৬৭ মনোজ চক্রবর্তী
২	বলরামপুর	বিজেপি	৮৯,৫২১ বানেশ্বর মাহাতো	৮৯,০৯৮ শান্তিরাম মাহাতো	৪২৩	৮,৮৯৫ উত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়
৩	বাঁকুড়া	বিজেপি	৯৫,৪৬৬ নীলাদ্রি শেখর দানা	৯৩,৯৯৮ সায়ন্তিকা ব্যানার্জি	১,৪৬৮	১৩,৭৬৪ রাধারানি ব্যানার্জি
৪	বিষ্ণুপুর	বিজেপি	৮৯,৬৮৯ তন্ময় ঘোষ	৭৮,২৬৯ অর্চিতা বিদ	১১,৪২০	১৫,৮১৪ দেবু চ্যাটার্জি
৫	দুর্গাপুর পশ্চিম	বিজেপি	৯১,১৮৬ লক্ষণ চন্দ্র ঘড়ুই	৭৬,৫২২ বিশ্বনাথ পড়িয়াল	১৪,৬৬৪	১৮,০৩০ দেবেশ চক্রবর্তী
৬	খড়গপুর সদর	বিজেপি	৭৯,৬০৭ হিরন্ময় চ্যাটার্জি	৭৫,৮৩৬ প্রদীপ সরকার	৩,৭৭১	১০,৭৯১ রীতা শর্মা
৭	কুলটি	বিজেপি	৮১,১১২ অজয় পোদ্দার	৮০,৪৩৩ উজ্জ্বল চ্যাটার্জি	৬৭৯	৫,৭৯৫ চণ্ডীদাস চ্যাটার্জি
৮	মালদহ	বিজেপি	৯৩,৩৯৮ গোপালচন্দ্র সাহা	৭৭,৯৪২ উজ্জ্বল চৌধুরি	১৫,৪৫৬	২৬,৫৬৩ ভূপেন্দ্র হালদার
৯	ময়না	বিজেপি	১০৮,১০৯ অশোক দিন্দা	১০৬,৮৪৯ সংগ্রাম দলুই	১,২৬০	৫,১০৮ মানিক ভৌমিক
১০	মুর্শিদাবাদ	বিজেপি	৯৫,৯৬৭ গৌরীশঙ্কর ঘোষ	৯৩,৪৭৬ শাওনী সিংহ রায়	২,৪৯১	২৮,৮৩৫ নিয়াজুদ্দিন সেখ
১১	পুরুলিয়া	বিজেপি	৮৯,৭৩৩ সুদীপ মুখার্জি	৮২,৭১৫ সুজয় ব্যানার্জি	৭,০১৮	২৪,৯৯৬ পার্থপ্রতীম ব্যানার্জি

সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন   ■ আপনজন গ্রাফিক্স

আমরা নিরাপদ নই, বিজেপি নিশানা করছে আমাকে ও অভিষেককে: মুখ্যমন্ত্রী

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার অভিযোগ করেছেন বিজেপি তাকে এবং তার ভাইপো তথা তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছে। তাই তারা নিরাপদ বোধ করছেন না। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোমবার বড় বিস্ফোরণ ঘটাবেন বলে মন্তব্য করার একদিন পরেই তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার শীর্ষ নেতৃত্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের হয়ে প্রচারে প্রথমে জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকে এবং পরে বালুরঘাটে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা বলেন, বিজেপি আমাকে এবং অভিষেককে টার্গেট করছে, আমরা নিরাপদ নই, তবে আমরা গেরুয়া শিবিরের ষড়যন্ত্রেও ভয় পাই না। তৃণমূল নেতাদের এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

শুভেন্দুর চরম সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি দেখছি বিজেপির গাদ্দার গুলো, যাদের কোন দাম নেই। প্রচুর টাকা কামিয়েছে । ইডি’র হাত থেকে বাঁচবার জন্য সিবিআই এর হাত থেকে বাঁচবার জন্য এনআইএ’র হাত থেকে বাঁচবার জন্য বিএসএফের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এখন বিজেপির বড় বড় ভাষণদার হয়ে গেছে। সেই ভাষণদাররা বলছেন মমতা ব্যানার্জি কি কাজ করেছে। আমি বলি আগে মোদিকে বলুন তিনি কি কাজ করেছেন। কারণ এটা বাংলার ইলেকশন নয় এটা দিল্লির ইলেকশান। যখন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন আসবে তখন ১০০ বার কৈফিয়ত দেব।’

প্রধানমন্ত্রী কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, নিজের চোখে এসে দেখুন বালুরঘাট এয়ারপোর্টের কাজ হয়েছে কিনা। আপনি প্লেন দিচ্ছেন না। তাই প্লেন চালু করা যাচ্ছে না। আপনি গদ্দার দের কথা কেন বিশ্বাস করছেন। নিজের চোখে এসে দেখে নিন।’ নাম না করে সুকান্ত মজুমদারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমাদের লোকেরা বুক চিতিয়ে সংসদে লড়াই করে। আপনাদের সাংসদ ঠান্ডা ঘরে ঘুমায়। কোনও কথা বলে না। বলে, বাংলায় ১০০ দিনের কাজের টাকা দিয়ো না। যে লোক বলে বাংলাকে বঞ্চিত করো, টাকা দিয়ো না, তাঁকে আপনারা ভোট দেবেন? এঁরা বার বার প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলেছে বাংলাকে টাকা দেবেন না।’ এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সাড়ে তিনশো টীম পাঠিয়েছো সেন্ট্রাল থেকে। রোজ জ্বালিয়েছ। গ্রামীন আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের রিপোর্ট এর বিষয়ে আমি দশ দিন ধরে চিৎকার করছি শ্বেতপত্র প্রকাশ করো। বাংলা, বিহার, ইউপি এবং মহারাষ্ট্রের এজি রিপোর্ট সহ আমি দেখতে চাই কে চোর আর কে সাধু। সবচেয়ে বড় ডাকাত তোমরা। বাংলা চোর নয়। বাংলা নামে মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। আমরা ৪২ লক্ষ বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি। আমরা এক লক্ষ কিলোমিটার এর ওপরে গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করেছি।’ তিনি আরো বলেন, ‘আমরা বাংলার গ্রামাঞ্চলেও বাড়ি বাড়ি এক কোটি ৭৫ লক্ষ লোকের বাড়িতে জল স্বপ্ন প্রকল্পে জল পৌঁছাব। যেহেতু বিজেপির অনেক টাকা রয়েছে রোজ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বড় বড় করে। অথচ ১০০ দিনের কাজের দেবার টাকা নেই।’

শুভেন্দু অধিকারী কে ‘গদ্দার’ বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন ‘জিজ্ঞেস করুন, হরিদাস গদ্দার, কী ছিলে, কী হয়েছ? আঙুল ফুলে কলাগাছ। কেন বিজেপিতে গেলে? টাকা বাঁচাতে? পরিবার বাঁচাতে? বিজেপি কাল থাকবে না, ‘তোমাদের মতো গদ্দারদের জায়গা দেব না।’

মমতা ব্যানার্জি আরো বলেন, ‘বলছে আমি বোমা ফাটাবো। বোমাটা কি মেরে ফাটানোর বোম? আজই ফেলো। লুকিয়ে ছুপিয়ে কেন? নাটকটা তৈরি করতে এত সময় লাগছে? মনে রাখবেন আমরা বোমের বদলে বোম মারি না। আমরা বোমের বদলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষায় বলি...।’

প্রথম নজর

হাওড়ায় দলের নতুন কর্মসূচি ‘যুবযোদ্ধা’র সূচনা অরূপের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে মধ্য হাওড়ায় দলের নতুন কর্মসূচি ‘যুবযোদ্ধা’র সূচনা করলেন অরূপ রায়। মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে “বুথে বুথে যুবযোদ্ধা” নামক এক বিশেষ কর্মসূচির সূচনা করা হয় আজ রবিবার সকালে। নেতাজী সুভাষ রোডের মধ্য হাওড়া নির্বাচনী কার্যালয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হাওড়া জেলা নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান অরূপ রায়।
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা: সুজয় চক্রবর্তী, শ্যামল মিত্র, সমর মুখোপাধ্যায়, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, কৈলাশ মিশ্র, সুধীন চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মধ্য হাওড়া থেকেই যুবযোদ্ধা কর্মসূচির সূচনা হলো। আগামী ২৪ দিন ধরে যুব কর্মীরা মধ্য হাওড়ায় প্রত্যেক মানুষের বাড়ি পৌঁছে দলের বার্তা তুলে ধরবেন।

উপনগরীর মহিলাদের নিয়ে স্বাস্থ্য আলোচনা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মহিলা এন্টারপ্রেনারশিপ এর ধারণা এবং স্রষ্টা হিসাবে স্বাধীন ট্রাস্টের সভাপতি মলয় পিট স্যারের নাম অগ্রগণ্য। বর্তমান যুগে মহিলাদের সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া এবং সন্তান-সন্ততি মানুষ করার মতো খুব বড় কাজ যথেষ্ট দক্ষতার সাথে করতে তিনি দেখেছেন তাই ওনার ধারণা মানবসম্পদ উন্নয়নে , সমাজ কল্যাণে জীবন-জীবিকা তথা কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নারীরাও এগিয়ে। তাই তিনি আজ বৈকাল ৬ ঘটিকায় এই নারী শক্তিদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করছিলেন। উনার মূল লক্ষ্য হলো বোলপুর শান্তিনিকেতন স্বাস্থ্য উপনগরীর সমস্ত রকম দায়িত্বভার বহন করবে সেই সমস্ত মহিলারা। রাজ্য সরকারের সহযোগিতা এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় তিনি বাংলার দামাল কন্যা এবং মায়েদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন এন্টারপ্রেনারশিপ তৈরি করে। মলয় বাবু বলেছেন ইচ্ছাশক্তি, সততা , একনিষ্ঠতা, দক্ষতা এবং একাগ্রতা এইসমস্ত গুনাবলী বাংলার মাতৃশক্তিকে স্বাবলম্বী করে তুলবে এবং শান্তিনিকেতন স্বাস্থ্য উপনগরীর দায়িত্বভার বহন করবে সফলতার সাথে।

গর্ভবতী রমণীর প্রাণ বাঁচাতে রক্তদান কান্দির আইসি-র

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের সংকট! রক্তের প্রয়োজনে দিশেহারা পরিবার। পরিবারের অসহায় অবস্থা জানতে পেরে প্রসূতি রোগীকে রক্ত দিয়ে মানবিকতার নজীর গড়লেন কান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মৃনাল সিনহা। বর্তমানে তীব্র দাবদাহের জেরে রক্তের সংকট বিভিন্ন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে।
মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা হাসপাতালে এক প্রসূতির রক্তের প্রয়োজন মেটাতে এলেন মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার আইসি মৃনাল সিনহা। পুলিশের ডিউটির মধ্যেই শক্তিপুর থেকে সোজা কান্দি মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে এসে রক্ত দিলেন কান্দি থানার আইসি মৃনাল সিনহা।
জানা গিয়েছে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার অন্তর্গত দেবগ্রামের বাসিন্দা ফুলমালী বর্তমানে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগে ভর্তি রয়েছেন। ফুলমালীর রক্তের হিমোগ্লোবিন মাত্রা কম ছিল। সন্তান প্রসবের জন্য ও পজেটিভ রক্তের খুব দরকার পড়ে। হাসপাতাল থেকে রক্তের জন্য বলা হয় পরিবারকে। কিন্তু বর্তমানে রক্তের সংকট তৈরি হওয়ার কারণেই মাথায় হাত পড়ে পরিবারের। আর তখনই এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় কান্দি থানার আইসি মৃনাল সিনহাকে। আইসি শক্তিপুরে ডিউটি শেষ করেই কর্মরত অবস্থার মধ্যেই ছুটে এসে মধ্যে রাতে রক্ত দিয়ে প্রাণে বাঁচালেন মমুর্ষ রোগীকে।
ফুলমালী পরিজন বলেন, আজকে ভাবতেই খুব অবাক লাগছে এবং খুব আনন্দ লাগছে এইভাবে বিপদের সময় স্যার আমাদের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন। স্যারের জন্যই মা ও গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ প্রাণ ফিরে পেলাম” কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহা বলেন, “ডিউটি করছিলাম। হঠাৎ খবর পেলাম এক জন প্রসূতির আমার গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন। তাই ব্যস্ত থাকলেও ছুটে এসেছি।”
পুলিশ আধিকারিকের কাছে রক্ত পেয়ে খুশি রোগীর পরিবার। কান্দি থানার আইসি মৃনাল সিনহা এই মানবিকতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কান্দিবাসী।

বাজারে গিয়ে ভোটপ্রচার বনগাঁর তৃণমূল প্রার্থীর

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস রবিবার ছুটির দিন দিনভর নির্বাচনী প্রচারে বেশ কিছুটা অভিনবত্ব লক্ষ্য করল প্রচারে অংশগ্রহণকারী তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মী সমর্থকরা। এ দিন সকাল ৮ টা নাগাদ দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নিউ মার্কেটে হাজির হন বিশ্বজিৎ দাস । সঙ্গে ছিলেন আইএনটিটিইউসি’র বনগাঁ জেলা সভাপতি নারায়ণ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। বিশ্বজিৎ দাস এ দিন জনসংযোগের মাধ্যমে ভোটপ্রচারের পাশাপাশি নিজে হাতে বাজার সারেন। প্রথমে সবজি বাজার এবং পরে মাছ বাজার এলাকায় ঘুরে ঘুরে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, সমস্যার কথা শুনে তৃণমূলের পক্ষে ভোটদানের আবেদন জানান । এ সময় বিশ্বজিৎ দাস কে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন আইএনটিটিইউসি’র বনগাঁ জেলা সভাপতি নারায়ণ ঘোষ।
নিউমার্কেট বাজার পরিক্রমা শেষে যশোররোড বাজার, রেলবাজার পরিক্রমা করেন বিশ্বজিৎ বাবু। প্রার্থী কে নিয়ে এ দিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে বনগাঁর তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। এরই মধ্যে একফাঁকে চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে স্থানীয়দের সঙ্গে কথাও বলেন বিশ্বজিৎ দাস।
প্রচন্ড গরমকে উপেক্ষা করেই বনগাঁয় জোর প্রচার সেরে ভোটপ্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস জয়ের ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চিত তা স্পষ্ট জানিয়ে দেন। একই সুরে সুর মেলান বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ।

কলকাতায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির ঘরে, ৫০ বছরের রেকর্ড ভাঙল

সুব্রত রায় ● কলকাতা

Date: 21-04-2024 Time: 14:30 IST			
Station	Previous Day Dry Bulb Temperature	Today's Dry Bulb Temperature	24 Hours Change
Alipore	39.4	40.0	+0.6
Dum Dum	41.4	40.8	-0.6
Salt Lake	39.6	40.2	+0.6
Asansol	43.4	42.4	-1.0
Canning	40.6	39.0	-1.6
Bankura	44.2	43.6	-0.6
Haldia	34.6	38.5	+3.9
Diamond Harbour	36.6	40.0	+3.4
Digha	35.4	36.0	+0.6
Sriniketan	42.0	40.2	-1.8

আপনজন: গত ৫০ বছরে এপ্রিলে রবিবার কলকাতাতে আবহাওয়ার চরম অবস্থা। এতদিন গরম এর আগে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আগামী ২১ থেকে ২৩ তারিখ তাপমাত্রা ১/২ ডিগ্রি কমলেও অস্বস্তি একই থাকবে। পাশাপাশি দক্ষিণ বঙ্গের, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুরে সিবিয়ার তাপপ্রবাহ সতর্কতা জারি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী বাদ দিয়ে বাদবাকি জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা, এছাড়া এই তাপপ্রবাহের সতর্কতা মালদা ও দুই দিনাজপুরেও। ২২/২৩ তারিখে দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তাতে তাপমাত্রা বিশেষ কমবে না। কলকাতায় সাময়িক তাপমাত্রা কমলেও আগামী ২৪/২৫ তারিখ ফের বাড়বে।
কলকাতাতে তাপমাত্রা গড়ে স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি। গত অর্ধ শতাব্দীতে এতটা দীর্ঘস্থায়ী গরম এপ্রিলে দেখা যায়নি। ১৯৮০ র এপ্রিলে একবার ৪১.৭, ২০১৩-তে একদিন ৪১ এবং ২০১৬ তেও চরম তাপমাত্রা দেখা গেলেও এতটা দীর্ঘমেয়াদে গরম অনুভব করা যায়নি। আগামী এক সপ্তাহ একই অস্বস্তি জারি থাকবে শহরে।দহন জ্বালায় জ্বলছে গোটা বঙ্গ।
সবথেকে বেশি তাপমাত্রার গ্রাফ উঠতে দেখা গিয়েছে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। রবিবার ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলল বাঁকুড়ার তাপমাত্রা।হাওয়া অফিস বলছে দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা থাকছে বুধবার পর্যন্ত। ছয় জেলায় চরম তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস। বাতাসে রীতিমতো আগুন ঝরছে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে। এই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের লাল সতর্কতা রয়েছে আজ। কলকাতা-সহ বাকি ৯ জেলায় তাপপ্রবাহের কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে।সোমবার থেকে কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। বেশি বৃষ্টি হতে পারে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে।
পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। তবে বৃষ্টি হলেও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার হাত থেকে এখনই রক্ষা নেই বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।
সোম-মঙ্গলে তাপমাত্রা সামান্যই কমতে পারে। তাতে অস্বস্তি বিশেষ কমবে না। এদিন কলকাতার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে চলছে শুষ্ক পশ্চিমী হাওয়ার দাপট। তবে শুধু দক্ষিণবঙ্গের জেলা নয়, তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে থাকছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের তিন জেলাতে গরম ও অস্বস্তি বাড়বে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।
মালদহ, দুই দিনাজপুরে বুধবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে কয়েকদিন। রবিবার বিকেলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয় এদিন আলিপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রি। এর পাশাপাশি দমদমে ৪০.৮,সল্টলেকে ৪০.৩, আসানসোল ৪২.৪, ক্যানিংয়ে ৩৯ ডিগ্রি, বাঁকুড়াতে ৪৩.৬, হলদিয়াতে ৩৮.৫ ,ডায়মন্ড হারবার ৪০ডিগ্রী, দিঘা ৩৬ ডিগ্রী ও শান্তিনিকেতনের ৪০ .২ ডিগ্রি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল।

পাকুয়াহাটে বুথ পরিদর্শনে আধিকারিক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: দুপুর একটা নাগাদ সাত উত্তর মালদহ সাধারণ পরিদর্শক বিবেক যাদব বামনগোলা ব্লকে এসে প্রথমে হবিবপুর থানার বুলবুলচন্ডী নাকা পয়েন্টে ঘুরে দেখেন সেখান থেকে বামনগোলার বারো মাইলে নাকা পয়েন্ট পরিদর্শন করেন। তারপর সেখান থেকে বামনগোলার পাকুয়াহাট এ এন এম হাই স্কুলের তিনটি বুথ এবং পাকুয়াহাট হাই অ্যাটাচ প্রাইমারি স্কুলের দুটি বুথ পরিদর্শন করেন। উক্ত বুথগুলিতে ভোটার সংখ্যা যথাক্রমে বুথ ৮২, পাকুয়াহাট এ.এন.এম হাই স্কুল (রুম নাম্বার ৩)এর ভোটার সংখ্যা পুরুষ ৫৩৬ এবং মহিলা ৫২৩ সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ১০৫৯৯৪, পাকুয়াহাট এ.এন. এম. হাই স্কুল (রুম নাম্বার ১)এর ভোটার সংখ্যা পুরুষ ৬৫৭ মহিলা ৬৩৮ সর্বমোট ১২৯৫। পাকুয়াহাটি এ. এন.এম হাই স্কুল(রুম নাম্বার ২) এর ভোটার সংখ্যা ৩২৮ মহিলা ৩২৩। সর্বমোট ৬৫১। পাকুয়াহাট এইচ.এ. প্রাইমারি স্কুল (রুম নাম্বার ১)এর ভোটার সংখ্যা পুরুষ ৫১৩ মহিলা ৪৪৮ সর্বমোট ৯৬১। পাকুয়াহাট এইচ.এ. প্রাইমারি স্কুল(রুম নাম্বার ২) এর ভোটার সংখ্যা পুরুষ ৪০৪ মহিলা ৪২৯ সর্বমোট ৮৩৩।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাতে-কলমে অঙ্ক-বিজ্ঞানের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাতিয়াড়া

আপনজন: অগ্রিম গরমের ছুটি পড়ার পর, ছুটির প্রথম দিনেই অর্থাৎ রবিবার উত্তর চব্বিশ পরগনার হাতিয়াড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হাতে-কলমে বিজ্ঞান ও অংক কর্মশালা। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচন্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে সকাল সকাল হাজির হয়েছিল হক মঞ্জিলের অনুষ্ঠানস্থলে।
অংকের প্রাথমিক ধারণা সহ ফর্মুলার গঠন কীভাবে হয়, তা হাতে কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাদের। ছাত্র-ছাত্রীরা খুবই খুশি, চার্ট পেপার কেটে রং-বেরঙের জ্যামিতিক আকার তৈরি করে তা থেকে বেশ মজা করে বুঝতে পারছিল, এতদিন না বোঝা বইয়ের কঠিন ফর্মুলাগুলি। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণিতের বিশিষ্ট শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরখেল, নায়ীমুল হক, মনির উদ্দিন আহমেদ, আনজুমান বানু প্রমূখ। কর্মশালায় বিভিন্ন আঙ্গিকে সেরা উপস্থাপক কয়েকজন সেরা ছাত্র-ছাত্রীর হাতে উপহার তুলে দেন নাফিসা ইসমাত, মায়সুরা তৈয়েবা। ম্যাথস ফোরামেরএই বিজ্ঞানের কর্মশালায় হাতে কলমে কাজ করতে পেরে খুশি তারা।

বিজেপির কাজ হল প্যান কার্ড আধার কার্ড লিংক করার নামে হাজার হাজার টাকা তোলা: অভিষেক

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: রানাঘাট লোকসভা নির্বাচনীয় জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএতে আবেদন করার আগে আপনাকে বলতে হবে আমি বাংলাদেশী, আমি পাকিস্তানি অথবা আফগানিস্তানি। এরপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। এনআরসি করে আপনাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে। ঠিক যেমনটা আসামে হয়েছে। আর আমরা থাকতে এটা হতে দেব না। এদিন নদিয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের দত্তপুলিয়া গার্লস হাইস্কুলে প্রার্থীর সমর্থনে জনসভায় এসে বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৩ই মে নদীয়ার কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ। যতদিন এগিয়ে আছে ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। বিভিন্ন রাজনৈতিক গুলো দিনরাত প্রচার করছেন। এবার রানাঘাট কেন্দ্রের লোকসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছেন জগন্নাথ সরকার। তিনি গত ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্র থেকে সব থেকে বেশি ব্যবধানে জয়লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে এবারের তৃণমূল প্রার্থী সদ্য বিজেপি থেকে আসা বিধায়ক মুকুটমনি অধিকারী। বিজেপি এবং তৃণমূলের দুটি প্রার্থী মতুয়া সম্প্রদায়ের। আর রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু শতাংশ মতুয়ারা রয়েছে। সেই কারণে এবারের ফলাফল অনেকটা মতুয়া ভোটের উপর নির্ভর করবে। সেই কথা মাথায় রেখে দিন জনসভাতে এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এনআরসি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন বিজেপি একটা জুমলা পার্টি। এরা মানুষকে ভাওতা দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চায়। এনআরসির নাম করে এরা আপনাকে বাংলাদেশী কিংবা পাকিস্তানি প্রমাণ করবে। এরপরই আপনাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি বিজেপির নেতারা আগে সিএএ অ্যাপ্লাই করে দেখান। অন্যদিকে জগন্নাথ সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি জগন্নাথ সরকার কোথাও গত পাঁচ বছরে উন্নয়নমূলক আলোচনা করেননি। শুধু তাই নয় রানাঘাটবাসীর জন্য লোকসভায় তিনি কোন প্রশ্ন করেননি। শুধুমাত্র দিল্লীর তাবেদারি করে গেছেন। দিল্লি থেকে যা অর্ডার করা হয়েছে তিনি তাই শুনেছেন। আর এসি ঘরে বসে মানুষের মজা দেখেছেন। অন্যদিকে শান্তিপুর এবং ফুলিয়ার তাঁত শিল্পীদের নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
তিনি বলেন বিজেপি তাঁত শিল্পীদের জন্য কোন কাজ করেনি। আমরা কথা দিয়েছিলাম তাঁতিদের সমবায়ের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আনবো। আমরা সেই কাজ সম্পূর্ণ করেছি। আগামী দিনে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁতিরা আরো সাহায্য পাবে। তিনি বলেন আমরা লক্ষীর ভান্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি সাধারণ মানুষকে সাহায্য করছি। আর বিজেপির কাজ হল প্যান কার্ড আধার কার্ড লিংক করার নাম করে হাজার হাজার টাকা মানুষের কাছ থেকে তোলাবাজি করা। আমরা যত দিচ্ছি আর ওরা তত কেড়ে নিচ্ছে। আগামী নির্বাচনে রানাঘাট লোকসভার সাধারণ মানুষদের তিনি প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী কে জয়ী করার জন্য অনুরোধ করেন। যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা মঞ্চে প্রবেশ করতেই বিজেপির এক আবারো বড়সড় ভাঙ্গন।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নিলেন রানাঘাট ৩৩ নম্বর জেডপির বিজেপি নেত্রী পূর্ণিমা দত্ত। তিনি বলেন গত পাঁচটা বছর বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার তাদের সাথে বেইমানি করেছেন, তাই বিজেপির প্রতি আস্থা হারিয়ে এবার তৃণমূলে যোগদান করলেন তিনি। যদিও জগন্নাথ সরকারকে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না সদ্য তৃণমূলে যোগদানকারী পূর্ণিমা দত্ত।

বিজ্ঞান মঞ্চের মেধা অন্বেষণের পুরস্কার বিতরণ

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের শাখা সংগঠন ইন্দাস ব্লক কমিটির উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় ২১ এপ্রিল ইন্দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের শত বার্ষিকী সভাগৃহে সকাল ৮ টায় শুভ সূচনা হয়। ১২৬ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরুস্কৃত করা হয়, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের ছাড়াও আরও যথাক্রমে ৭ জনকে সান্ত্বনা পুরষ্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহদেব মণ্ডল,প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মহাদেব পাল,শান্তাশ্রম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার সরকার,সেখ মনসুর আলী,নিত্যানন্দ বসু,অলোক ঘোষ,সুভাষ বাবু ও অঞ্জলি মল্লিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বর্তমান বিশ্বের জটিল সমস্যা উষ্ণায়ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করেন প্রদীপ কুমার সরকার, সহদেব মণ্ডল ও মহাদেব পাল। ছাত্রছাত্রীসহ প্রায় ৫ শতাধিক মানুষের উপস্থিতি ছিল।

দত্তক নেওয়া মেয়েকে মানুষ করে বিয়ে পর্যন্ত দিলেন তৃতীয় লিঙ্গরা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে বীরভূম। রবিবার জেলার তাপমাত্রা ছিল ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বীরভূমে যা স্বাভাবিকের থেকে ৬ ডিগ্রি বেশি। প্রখর রৌদ্রের দাবদাহের পাশাপাশি চলছে রাজনৈতিক প্রচারের পারদ। ঠিক তারই মাঝে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের মল্লারপুরে দেখা গেল সমাজের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে পরিচিতদের পরিবারের মধ্যে জাকজমক সহকারে বিবাহের অনুষ্ঠান। জানা যায় মল্লারপুরের বাসিন্দা খুশি বেগম তৃতীয় লিঙ্গ হিজড়াদের মা ।
এক কথায় খুশি বেগমকে বীরভূমের কমবেশি সকলেই মা নামেই চেনে। যারা সমাজে তৃতীয় লিঙ্গ বা বৃহন্নলা হিসেবে পরিচিত। সমাজ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাদেরও মনমানসিকতা সাধারণের থেকে কোনো অংশে কম নয়।সেইরূপ একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখান সমাজের বুকে। বিবরণে প্রকাশ খুশি বেগম আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর আগে একটি শিশু কন্যাকে দত্তক নিয়েছিলেন। প্রশাসনিক পরামর্শে লালন-পালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং কর্তব্যের সাথে শেষ পর্যন্ত পালন করে দেখালেন। দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে সন্তানের ন্যায় মেয়েটিকে যত্নকরা,পড়াশোনা করানো থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেন। মেয়েটির নাম দেন সাবানা খাতুন। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে খুশি বেগম মেয়েটি ছাড়াও আরেকটি ছেলের দায়িত্বও নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন মনমানসিকতার জোরে। শাবানা খাতুনকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করানোর পর তার সাংসারিক জীবন যাপনের জন্য বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই মোতাবেক আজ রবিবার স্থানীয় এলাকার প্রায় চার-পাঁচশো লোকের স্বাক্ষীদান তথা উপস্থিতিতে মেয়ের বিবাহ দেন অভিভাবক হিসেবে।

সমাজ পরিবর্তনের ডাক নওশাদের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ লোকসভার আইএসএফ প্রার্থী হাবিব শেখের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে রানিনগরে এলেন ভাঙড়ের বিধায়ক তথা আইএসএফের চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী। রবিবার সন্ধ্যায় রানিনগরের শেখপাড়া ফুটবল মাঠে একটি সভা করেন তিনি। সভা থেকে একযোগে তৃণমূল ,বিজেপি, বাম কংগ্রেস সবক’টি দলের সমালোচনা করেন তিনি। পাশপাশি মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী হাবিব শেখকে জেতাতে আহব্বান কেন তিনি। এদিন সভা শেষে সাংবাদিকদের বলেন, বাম কংগ্রেস যদি আইএসএফকে সঙ্গে নিয়ে যদি জোট করে আসন ভাগাভাগি করত তাহলে তৃণমূল ও বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে হারিয়ে যেত। কিন্তু সেটা করল না। তাই আমাদের দল একলা চলছে। তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের যে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস করেছে তাতে শুধু রানীনগর না গোটা রাজ্য শান্তি পূর্ণ ভাবে নির্বাচন করার আহ্বান করেন নির্বাচন কমিশনার কে।এদিনের সভায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। উল্লেখ্য, এদিন মুর্শিদাবাদের চারটি স্থানে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী নির্বাচনী সভা করেন। তিনি বলেন, আইএসএফ সমাজ পরিবর্তনের জন্য ভাগিদারিত্বের রাজনীতির ওপর জোর দেবে। আইএসএফ চেয়ারম্যান বলেন, মুর্শিদাবাদের নানান সমস্যা আছে, বিশেষত নদী ভাঙন সমস্যা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অনুন্নয়ন, পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা। কিন্তু কেউই এগুলি নিয়ে সদর্থক ভূমিকা নেননি। এখনও এত বড় জেলায় তৈরি হল না এইমসের মতন সর্বাধুনিক হাসপাতাল। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী সাজাহান বিশ্বাসের সমর্থনে রঘুনাথপুর ও সাগরদিঘিতে জনসভা হয়। এরপর ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচনে আইএসএফ প্রার্থী মুর্শিদুল আলম ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের হাবিব সেখের সমর্থনে লালাবাগে আরো একটি জনসভা হয়। সন্ধ্যেয় হাবিব সেখের সমর্থনে আরো একটি সভা ডোমকলের রানিনগরে অনুষ্ঠিত হয়।

শাহনওয়াজ রাইহানের সমর্থনে মহিলা মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শাহনওয়াজ আলী রাইহানের সমর্থনে মহিলাদের বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হলো সামসেরগঞ্জের নিমতিতা অঞ্চলে। রবিবার বিকেলে নিমতিতা অঞ্চলের বিনপাড়া এলাকা থেকে শুরু হয়ে ধনার মোড়, শেরপুর সহ পুরো এলাকা পরিক্রমা করে দলীয় পার্টি অফিসে গিয়ে শেষ হয় এই মিছিল। হাতে লক্ষী ভান্ডারের প্রতীক নিয়ে মিছিলে মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতি এবং উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এদিনের মিছিলে পা মেলান সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সদস্য তহমিনা বিবি, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি মাষ্টার মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, নিমতিতা পঞ্চায়েতের প্রধান আলিয়ারা বিবি, অঞ্চল সভাপতি সামিউল হক, শিক্ষক নেতা আবু বারকাত শাহ আলম, যুব নেতা তৌফিক সোহেল, মহিলা নেত্রী সান্তনা হালদার, মঞ্জুরি হালদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রথম নজর

সৌদিতে ধরপাকড় চলছেই, গ্রেপ্তার আরও ১৪৬০৭

আপনজন ডেস্ক: আরও প্রায় ১৪ হাজার ৬০৭ জন অভিবাসীকে গ্রেপ্তারের কথা জানাল মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব। দেশটির আবাসিক, শ্রম এবং সীমান্ত সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করায় এসব অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১১ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত চলে এই সাপ্তাহিক অভিযান।
রবিবার (২১ এপ্রিল) দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে গালফ নিউজ জানায়, গ্রেপ্তারদের মধ্যে আবাসিক আইন লঙ্ঘনকারী ৯ হাজার ৪৭৯ জন, সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ম লঙ্ঘনকারী তিন হাজার ৭৬৩ জন এবং শ্রম বিধি লঙ্ঘনকারী রয়েছে এক হাজার ৪৩০ জন।
গ্রেপ্তারদের মধ্যে ৯৯৬ জন অবৈধভাবে সৌদিতে প্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। বেআইনিভাবে দেশ ছাড়ার চেষ্টা করায় গ্রেপ্তার হয় আরও ৭৩ জন। এছাড়া আইন লঙ্ঘনকারীদের পরিবহন, আশ্রয়, নিয়োগ এবং সহায়তা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে আরও ৬ জন।
সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছে, যারা অনুপ্রবেশকারীদের দেশে প্রবেশের সুবিধা দেবে বা তাদের পরিবহন, আশ্রয় বা যে কোনো ধরনের সহায়তা দেবে তাদের সর্বোচ্চ ১৫ বছরের জেল এবং এক মিলিয়ন সৌদি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সেই সঙ্গে পরিবহন এবং বাসস্থান বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।
প্রায় তিন কোটি ৪৮ লাখ জনসংখ্যার দেশটিতে বিপুলসংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক রয়েছে। সৌদি গণমাধ্যম নিয়মিতভাবে অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেপ্তারের খবর দিয়ে চলেছে।

দর্শকদের ওপর রেসের গাড়ি, নিহত ৭

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী আয়োজিত জনাকীর্ণ মোটরস্পোর্ট আয়োজনে রবিবার একটি রেসের গাড়ি দর্শকদের আঘাত করে। এতে কমপক্ষে সাতজন নিহত এবং ২১ জন আহত হয়েছে। দেশটির পুলিশের বরাত দিয়ে এএফপি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী পরিচালিত ফক্স হিল ট্র্যাকে ভিড়ের মধ্যে গাড়িটি বিধ্বস্ত হয়। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ট্র্যাক মার্শালরা একটি গাড়ি উল্টে যাওয়ার পর অন্য গাড়িগুলোর গতি কমানোর জন্য হলুদ পতাকা নাড়ছেন। এর আগে চালকদের ধুলোর মধ্যে দ্রুতগতিতে চলতে দেখা যায়, যতক্ষণ না একটি লাল গাড়ি ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা দেয়।
দুর্ঘটনার পর লোকজনের চিৎকার শোনা যায়। মুখপাত্র নিহাল থালডুয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে গণমাধ্যমটি বলেছে, 'মোট ২৭ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে সাতজন মারা গেছে।' মৃতদের মধ্যে একটি আট বছরের মেয়ে রয়েছে বলেও জানান তিনি।
অন্যদিকে দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগে দেশটির সেনাপ্রধান ভিকুম লিয়ানাগে ঘোষণা করেছিলেন, মোটরস্পোর্টের প্রচারের জন্য বিনা মূল্যে এটি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। করোনা মহামারি এবং অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
লিয়ানাগে বলেন, 'আজ একটি খুব বিশেষ দিন...আমরা যে কাউকে বিনা মূল্যে আসার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তিনি আরো জানান, কলম্বো থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিতে ফক্স হিল ট্র্যাকে এদিন প্রায় এক লাখ দর্শক ছিল।
এএফপির তথ্য অনুসারে, শ্রীলঙ্কার রাস্তা বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক। গড়ে প্রতিদিন ১২ হাজার ৫০০ কিলোমিটার রাস্তা ধরে আটটি মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

খান ইউনিসে গণকবরে ২০০ লাশের সন্ধান

আপনজন ডেস্ক: গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিসে একটি গণকবর সনাক্ত করেছে ফিলিস্তিনি জরুরি পরিষেবা। তারা খান ইউনিসের নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সে ওই গণকবরটি সনাক্ত করে। এতে অন্তত ২০০টি লাশের সন্ধান পাওয়া গেছে।
আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি নাগরিক প্রতিরক্ষা কর্মীরা গাজার খান ইউনিসের নাসের মেডিক্যাল কমপ্লেক্সের ভেতরে একটি গণকবর সনাক্ত করেছে। এ পর্যন্ত সেখান ১৮০টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
সংস্থাটি জানিয়েছে, শনিবার ও রোববারের অভিযানে আমাদের টিম ওই লাশগুলো উদ্ধারে সক্ষম হয়েছে। আগামী দিনেও অবশিষ্ট নিহতদের অনুসন্ধান এবং পুনরুদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখবে। কারণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের নিহতদের কবর এখনো সনাক্ত করা হয়নি।
আল জাজিরার প্রতিনিধি হানি মাহমুদ রোববার খান ইউনিস থেকে জানিয়েছেন, হাসপাতালের আঙিনায় বেসামরিক প্রতিরক্ষা সদস্য এবং প্যারামেডিকদেরকে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী এই গণকবরে দাফন করেছে।
লাশগুলোর মধ্যে বয়স্ক নারী, শিশু ও যুবক রয়েছে। সূত্রটি আরো জানায়, গত ৭ এপ্রিল দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় ইসরাইল। এরপর সংস্থাটির অনুসন্ধানে এই গণকবরটির সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, কয়েক মাস অবিরাম ইসরাইলি বোমাবর্ষণ এবং ভারী লড়াইয়ের পরে শহরের বেশিরভাগ অংশ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ইউক্রেনের জন্য মার্কিন কংগ্রেসে ৬১ বিলিয়ন ডলারের বিল পাস

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র পার্লামেন্টের প্রতিনিধি পরিষদে শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার আগ্রাসন ঠেকাতে লড়াইরত ইউক্রেনকে নতুন করে সামরিক সহায়তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিল পাস হয়েছে। তবে বিলম্বিত এই পদক্ষেপের বিরোধিতাও হয়েছে কংগ্রেসে। পাশাপাশি ৬১ বিলিয়ন ডলারের এই প্যাকেজটি পেতে একটি ভঙ্গুর দ্বিদলীয় সমঝোতা হয়েছে। এখন সবার নজর হবে, কখন এই সহায়তা পৌঁছবে।
প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এটি কয়েক দিনের মধ্যে শুরু হবে। এ দিকে এর মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বহির্বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের বিষয়ে একটি 'পরিষ্কার বার্তা' দিলেন। বিলটি পাসের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, 'গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বৈশ্বিক গুরুত্ব সব সময়ই থাকবে এবং যুক্তরাষ্ট্র যত দিন এর সুরক্ষায় সহায়তা করবে তত দিন এটি ব্যর্থ হবে না।' তিনি আরো বলেন, এই সহায়তা যুদ্ধের সম্প্রসারণ ঠেকাতে এবং হাজারো জীবন বাঁচাতে সহায়তা করবে। অন্যদিকে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ পাল্টা প্রতিক্রিয়াতে বলেছেন, এই প্যাকেজ 'যুক্তরাষ্ট্রকে আরো ধনী বানাবে, ইউক্রেনকে আরো ধ্বংস করবে এবং ফলাফলস্বরুপ এমনকি আরো বেশী ইউক্রেনীয়র মৃত্যু দেখা যাবে'। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরু করেন। এর পর থেকে উভয় পক্ষের হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যাদের অধিকাংশই সেনা। ইউক্রেনের লাখ লাখ মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছে।
শনিবার পাস হওয়া ওই বৈদেশিক সহায়তা প্যাকেজ বিলে আরো আছে ইসরায়েলের জন্য ২৬.৪ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা এবং গাজার জন্য ৯.১ বিলিয়ন ডলারের মানবিক সহায়তা।
'কমিউনিস্ট চীনকে জবাব দিতে' তাইওয়ানসহ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সহযোগীদের জন্য ৮.১ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা। এ ছাড়া চীনভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টিকটককে তার একাংশ বিক্রি বা যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করতেও একটি বিল পাস করেছে কংগ্রেস।
৩১১-১১২ ভোটে বিলটি পাসের সময় কংগ্রেস সদস্যরা তুমুল করতালি দিয়ে স্বাগত জানান। কেউ কেউ ইউক্রেনের পতাকা নাড়ান। বিলটি এখন সিনেটে যাবে এবং আশা করা হচ্ছে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সেখানে এটি অনুমোদিত হবে। এরপর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্বাক্ষরের পর এটি আইনে পরিণত হবে।
ওদিকে 'ইতিহাসের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য' পার্লামেন্টে উভয় দলের চেষ্টার প্রশংসা করেছেন বাইডেন। একই সঙ্গে তিনি দ্রুত বিলটির অনুমোদন দেওয়ার জন্য সিনেটের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে 'দ্রুত স্বাক্ষর করে দ্রুত ইউক্রেনের রণাঙ্গনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে দরকারি অস্ত্র ও উপকরণ পাঠাতে' এটিকে আইনে পরিণত করতে পারেন।
ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল জেনস স্টলটেনবার্গ বলেছেন, এই সহায়তা ইউক্রেনের ইউরোপীয় সহযোগীদের কাছ থেকে পাওয়া শত বিলিয়ন ডলারের সহায়তাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়িয়ে তুলবে। এ ছাড়া এক যুক্ত বিবৃতিতে ইইউ প্রধান উরসুলা ভন ডের লায়েন ও চার্লস মিশেল বলেছেন, 'ইউক্রেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে দরকারি সব ধরনের সহায়তা পাওয়ার অধিকারী।'
বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের নিউজ আওয়ার প্রোগ্রামের সঙ্গে আলাপে ইউক্রেনের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির প্রধান ওলেকসান্দ্র মেরেজকো যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের ভোটকে 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর মতে 'অসংখ্য সেনা ও বেসামরিক নাগরিকের জীবন বাঁচাবে'। তিনি বলেন, 'এটি আমাদের শক্তি, সাহস ও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মনোবল দেয়। এবং আমি নিশ্চিত সামনে পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে আসবে।' পশ্চিমা অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল ইউক্রেনের এই সহায়তা খুবই দরকার ছিল। কারণ দেশটি যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সেই রাশিয়া গত কয়েক সপ্তাহে বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে।

সংহতির সন্ধান করছেন জার্মানির ইহুদি ও মুসলিমরা

আপনজন ডেস্ক: হামাসের গত ৭ অক্টোবরের সন্ত্রাসী হামলার পর গাজায় পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এই ঘটনায় বিশ্বব্যাপী ইহুদি-মুসলমান সম্পর্কে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। জার্মানিতে এই ঝুঁকি আরও বেশি, কারণ ইউরোপের মধ্যে জার্মানিতেই সবচেয়ে বেশি ফিলিস্তিনি বাস করেন। আর জার্মানিতে বাস করা ইহুদির সংখ্যা দুই লাখের কম। সবমিলিয়ে জার্মানিতে প্রায় ৫৫ লাখ মুসলিম বাস করেন, যাদের অর্ধেকের বেশি জার্মানির নাগরিক। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৬০ লাখের বেশি ইহুদিহত্যার অনুতাপ থেকে জার্মানির কাছে ইহুদিরা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। জার্মানির রাজনীতিবিদেরা মনে করেন, ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও ইহুদিদের জীবন রক্ষা একসঙ্গে জড়িত।
হলোকস্ট থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা যেন হামাসের হামলার প্রভাবের সঙ্গে লড়তে পারেন সেজন্য জার্মানি সম্প্রতি ২৫ মিলিয়ন ইউরো দিয়েছে।
জার্মানির সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব মুসলিমসের মহাসচিব আবদেসসামাদ এল ইয়াজিদি বলেন, ইহুদি ও মুসলমানেরা এই সংঘাতকে খুব আবেগের সঙ্গে নিয়েছে। তবে আস্থা তৈরি করা, সমস্যাটি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে তর্ক করা ও একে অপরের সঙ্গে সম্মানের সহিত আচরণ করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।
জার্মানির সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব জুইশ ২০২২ সালে একটি কর্মসূচি চালু করেছিল। এর আওতায় জার্মানিতে খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলমানদের জীবনে বাস্তবতা নিয়ে গবেষণা করা হয়। ৭ অক্টোবরের হামলার পর ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে আলোচনার বিষয়ে কিছু পরামর্শ প্রকাশ করেছিল তারা। এতে সহিংসতার বিষয়টি লুকিয়ে না রেখে নিজেদের মধ্যে খোলা মনে আলোচনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।
জার্মানির 'ফেডারেল অ্যাসোসিয়েশন অব ডিপার্টমেন্টস ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন অন সেমিটিজম' আরআইএএস এর পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২ সালে জার্মানিতে যত ইহুদিবিদ্বেষের ঘটনা ঘটেছে তার মাত্র এক শতাংশের সঙ্গে ইসলামিস্টরা জড়িত। ৭ অক্টোবরের হামলার পর এক মাসে সেই সংখ্যা বেড়ে ৬ শতাংশ হয়েছিল। তবে এই সময়ে মুসলিমবিদ্বেষী ঘটনাও বেড়েছিল। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জার্মানিতে ইহুদি ও মুসলমান উভয়ের জন্য হুমকি উগ্র ডানপন্থী গোষ্ঠী।

সেনা ইউনিটের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় ক্ষুব্ধ ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) পশ্চিম তীরের একটি ইউনিটের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে–এমন একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর ইসরায়েলি সরকার তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। উল্লিখিত পরিকল্পনার অধীনে ইসরায়েলের নেতজাহ ইহুদা ইউনিটের সদস্যরা, যাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে, তারা কোনো মার্কিন সামরিক সহায়তা পাবেন না বা কোনো প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন না। মার্কিন গণমাধ্যম অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন কয়েক দিনের মধ্যে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিতে পারেন। তিনটি সরকারি সূত্র থেকে এমন তথ্য জানানো হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের সন্ত্রাসী হামলার আগে পশ্চিম তীরের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউনিটটিকে ২০২২ সালে পশ্চিম তীর থেকে প্রত্যাহার করা হয়।
মানবাধিকার লঙ্ঘনে অভিযোগ উঠেছে আইডিএফ এবং পুলিশের একাধিক ইউনিটের বিরুদ্ধেও। তাদের আচরণের বিস্তারিত মূল্যায়নের পর নিষেধাজ্ঞার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আক্সিওস জানিয়েছে, অন্য ইউনিটগুলোকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়নি। কারণ তারা আচরণে বদল ঘটিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৯৭ সালের 'লেহি আইন' অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে। এই আইনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী বিদেশি নিরাপত্তা ও সামরিক ইউনিটগুলোর ক্ষেত্রে বিদেশি সহায়তা ও প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নৌকাডুবিতে মধ্য আফ্রিকায় ৫৮ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বাঙ্গুইতে নৌকাডুবির ঘটনায় কমপক্ষে ৫৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। নৌকায় অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাইয়ের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। নিহত ব্যক্তিরা একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য নেকায় করে যাওয়ার সময় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। বেসামরিক সুরক্ষা বিভাগের প্রধান থমাস দিজিমাসে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
রেডিও গুইরাকে থমাস দিজিমাসে বলেন, আমরা ৫৮ জনের মরদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। তবে পানির নিচে আরো কতজন রয়েছেন সে সংখ্যা আমরা এখনো নিশ্চিত নই। প্রত্যক্ষদর্শী এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত বেশ কিছু ভিডিও থেকে জানা গেছে যে ওই কাঠের নৌকায় তিন শতাধিক যাত্রী ছিল। নেকাটি ডুবে যাওয়ার সময় অনেকেই নৌকায় দাঁড়িয়ে ছিলেন আবার কেউ কেউ কাঠের কাঠামোর ওপর বসে ছিলেন। অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে এটি মোকো নদীতে ডুবে গেছে বলে জানা যায়।
একজন গ্রাম্য প্রধানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে মাকোলো গ্রামের দিকে যাত্রা করেছিল ওই কাঠের নৌকাটি। বাঙ্গুই থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে মাকোলো গ্রামের অবস্থান। নেকাটি ডুবে যাওয়ার প্রায় ৪০ মিনিট পর সেখানে উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা উপস্থিত হন। ওই নৌকায় জায়গা পাননি মরিস কাপেনিয়া। তিনি অন্য একটি নৌকায় করে ওই নৌকাটিকে অনুসরণ করছিলেন। মরিস কাপেনিয়া বলেন, তার বোনও ওই নৌকাডুবির ঘটনায় নিহত হয়েছেন। এদিকে ফ্রান্সিস মাকা নামের এক চালক জানান, ওই দুর্ঘটনার পর তিনি ১০ জনের বেশি মানুষকে বিনা মূল্যে কমিউনিটি হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন।
সেন্ট্রাল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রকে বিশ্বের দ্বিতীয় স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে স্থান দিয়েছে জাতিসংঘ। ২০১৩ সালে সেলেকা নামক একটি মুসলিম অধ্যুষিত সশস্ত্র জোট প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া বোজিজেকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকেই দেশটি গৃহযুদ্ধে জর্জরিত। ২০১৮ সাল থেকেই সংঘাতের তীব্রতা কমেছে। তবে দেশটিতে এখনো বিদ্রোহীগোষ্ঠীরা তৎপর রয়েছে। ফলে দেশটির হীরা, সোনার মতো মূল্যবান সম্পদগুলো লুট করা হচ্ছে। এ ছাড়া দেশটির কিছু এলাকা এখনো সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়ে গেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৪ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৬	৫.১০
যোহর	১১.৪০	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৪	
এশা	৭.১৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৬	

প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার, নিখোঁজ ৭

আপনজন ডেস্ক: জাপানে দুইটি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে এখন পর্যন্ত একজন নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে নিখোঁজ রয়েছেন সাতজন। সাগরে বিধ্বস্ত হওয়ার আগে হেলিকপ্টার দুইটির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ রবিবার (২১ এপ্রিল) জাপানের সেল্ফ-ডিফেন্স ফোর্সের একজন মুখপাত্র ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিনোরু কিহারা বলেন, বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারের কিছু অংশ সাগর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

অত্যধিক বৃষ্টিতে রাস্তায় জমল পানি, সৌদিতে স্কুল বন্ধ

আপনজন ডেস্ক: শনিবারই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল সৌদি আরবের আবহাওয়া অফিস। তাতে বলা হয়েছিল, সোমবার পর্যন্ত দেশটিতে টানা বৃষ্টি থাকবে। শনিবার ও আজ রোববার টানা বৃষ্টিতে সৌদির বিভিন্ন এলাকার রাস্তায় জমেছে পানি। সেই পানিতে ভেসে গেছে গাড়ি। এরই মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুল।
সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ বলছে, রিয়াদ, দিরিয়াহ, হুরাইমারালা এলাকায় ভারী বৃষ্টি হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, এসব এলাকার রাস্তায় পানি জমেছে। সেই পানিতে গাড়ি ভেসে যাচ্ছে। অত্যধিক বৃষ্টির কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় কিং খালিদ বিশ্ববিদ্যালয় ও নারজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও সব কার্যক্রম। আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া অফিস।
গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল রেকর্ড ভাঙা ভারী বৃষ্টিপাতে তলিয়ে যায় সংযুক্ত আরব আমিরাত। মরুভূমির দেশটিতে এক বছরের গড় বৃষ্টিপাত হয় ৯৪ মিলিমিটার। সেখানে দুদিনে বৃষ্টিপাত হয়েছে ২৫৯ দশমিক ৫ মিলিমিটার। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যায় তলিয়ে যায় বিশ্বের দ্বিতীয় ব্যস্ততম দুবাই বিমানবন্দর। ব্যাহত হয়েছে কয়েক শ ফ্লাইট। সংযুক্ত আরব আমিরাত আবহাওয়া বিভাগ বলছে, গত ৭৫ বছরে এত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে, মরুর দেশে হঠাৎ কেন এত বৃষ্টিপাত? এর জন্য 'ক্লাউড সিডিং'কে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

কাবুলে মিনিবাসে আইএসের বোমা হামলা, নিহত ১

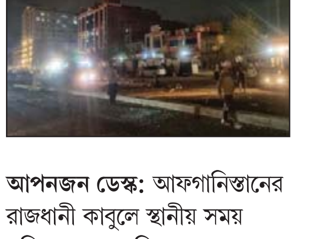

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যায় বিস্ফোরণে একজন নিহত এবং তিনজন আহত হয়েছে। ইসলামিক স্টেট গ্রুপ এ হামলার দায় স্বীকার করেছে।
ঐতিহাসিকভাবে নিপীড়িত শিয়া হাজারা সম্প্রদায়ের একটি ছিটমহলের কাছে কোট-ই-সাঙ্গি এলাকায় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। এলাকাটি অতীতে জঙ্গিগোষ্ঠীর লক্ষ্যবস্তু ছিল। কাবুল পুলিশের মুখপাত্র খালিদ জাদরান শনিবার গভীর রাতে এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'একটি মিনিবাসে বোমাটি রাখা হয়েছিল। গাড়ির চালক প্রাণ হারিয়েছেন এবং আরো তিনজন বেসামরিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।' নিরাপত্তাকর্মীরা ঘটনাটি তদন্ত করছেন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামিক স্টেট (আইএস) গোষ্ঠী তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে এ হামলার দায় স্বীকার করে জানিয়েছে, হাজারাদের বহনকারী একটি মিনিবাস তালেবান চেকপয়েন্টের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। আইএসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামলাটি 'এর ধ্বংস এবং প্রায় ১০ জনকে হত্যা ও আহত করেছে'।
এএফপি বলেছে, তালেবানরা মার্কিন সমর্থিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ২০২১ সালের আগস্টে দেশটির ক্ষমতায় ফিরে আসার পর বোমা হামলা ও আত্মঘাতী হামলার সংখ্যা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে আইএসসহ বেশ কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠী হুমকি হিসেবে রয়ে গেছে।

গাজা শাসনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসরায়েলকে যে হুঁশিয়ারি দিল হামাস

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইসরায়েল নয়, ফিলিস্তিনিরাই করবে গাজা শাসন। গাজা প্রশাসনের জন্য একটি জাতীয় ঐক্য সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের প্রধান নেতা ইসমাইল হানিয়া।
শনিবার তুরস্কে আনাদোলুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। খবর আলজাজিরার।
ইসমাইল হানিয়া বলেন, হামাস গাজায় একমাত্র কর্তৃত্বের ওপর জোর দিচ্ছে না। আমরা ফিলিস্তিনের অংশ। আমরা সবাই মিলে একটি জাতীয় ঐক্য সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং গাজার প্রশাসনের বিষয়ে একমত হতে পারি।
হামাসপ্রধান বলেন, আমরা ফিলিস্তিনের গাজা, পশ্চিমতীর এবং ফিলিস্তিনের যে কোনো ভূখণ্ড যেই পরিস্থিতি হোক না কেন দখলদার বা অন্য কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেব না।
তিনি বলেন, হামাস ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে।
প্রথমটি হচ্ছে– প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) পুনর্গঠন করব, যা সব ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১০৯ সংখ্যা, ৯ বৈশাখ ১৪৩১, ১২ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

বৈশ্বিক সংকট

ইবিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতির ফলে বিশ্বব্যাপী তথ্য ও প্রযুক্তিতে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। যাহার ফলে মানুষের জীবনযাপনেও বহুমাত্রিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা যেমন ধীরে ধীরে উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করিতেছি, তেমনি ইহার অপব্যবহার আমাদের সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কল্যাণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করিয়া বর্তমানে এমন সমস্ত কার্য সাধন করা হইতেছে, যাহা কয়েক বত্সর পূর্বেও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত; কিন্তু ইহা এখন শুধু প্রযুক্তিগত বিস্ময়ই নহে, বরং সমাজের জন্য মারাত্মক হুমকি হইয়া উঠিয়াছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে কোনো ছবি বা ভিডিওকে বিকৃত কিংবা নিখুঁতভাবে তৈরি করিয়া হুবহু আসলের মতো প্রচার করা হইতেছে। বিষয়টি প্রযুক্তির জগতে ডিপফেক নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে। ইদানীং ডিপফেক প্রযুক্তি সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই ডিপফেক প্রযুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখে বসাইয়া দেওয়া হইতেছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনগড়া কথা। সেইগুলি আবার ছড়াইয়া পড়িতেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ইন্টারনেটে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল হইতেছে। দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই, সেইগুলি আসল নাকি নকল। কিছুদিন পূর্বে ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত অ্যামেরিকান সুপারমডেল বেলা হাদীদের মুখ ব্যবহার করিয়া চলমান ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ লইয়া মিথ্যা রাজনৈতিক বক্তব্য ছড়ানো হইয়াছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলিতে, যাহা জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। ডিপফেক প্রযুক্তির এমন অপব্যবহারের কারণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হইতে অভিনেতা-অভিনেত্রী কিংবা সাধারণ জনগণ—সকলেই পড়িতেছেন বিপাকে।

এই প্রযুক্তির মাধ্যমে এতদিন মানুষের ভাবমূর্তি নষ্ট হইত; কিন্তু এখন ইহার সাহায্যে বিভিন্ন প্রতারকচক্র মানুষকে জুয়ার ফাঁদে ফালাইয়া হাতাইয়া লইতেছে কোটি কোটি টাকা। বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি কিংবা তারকার মুখ ও কণ্ঠ ব্যবহার করিয়া তৈরি করা হইতেছে লোভনীয় বিজ্ঞাপন। এই সমস্ত বিজ্ঞাপনে দেখানো হইতেছে জুয়া খেলিয়া কোটি কোটি টাকা কামানোর গল্প। অনলাইন গেম খেলিয়া জিতা যাইতেছে কাড়ি কাড়ি টাকা, যাহা নিমিষেই চলিয়া আসিতেছে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের অ্যাকাউন্টে। তথ্যগুলি এত নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা হইতেছে—সেইগুলি যে নকল, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝিয়া উঠা দায়। এই ধরনের বিজ্ঞাপনের ফাঁদ পাতা হইয়াছে মূলত দেশের তরুণ সমাজকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য। ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন নজরকাড়া বিজ্ঞাপন অবাধে প্রচার হইতেছে। আর লোভনীয় এই অনলাইন জুয়ার ফাঁদে ফালাইয়া ভারত হইতে দেশিবিদেশি সিন্ডিকেট হাজার হাজার কোটি টাকা হাতাইয়া লইতেছে।

অপরাধজগতে ডিপফেক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হইল, ইহা ক্রমশই নিখুঁত হওয়ার পাশাপাশি অধিকতর সহজলভ্য হইতেছে। একটা সাধারণ অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমেও ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার সুযোগ রহিয়াছে। যাহার ফলে শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষে এই ভয়ানক পরিস্থিতি মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য হইয়া যাইতেছে। এই মুহূর্তে আসিয়া সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে উক্ত সমস্যা একেবারে নির্মূল করা সম্ভব নহে। তাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক এই প্রযুক্তির সাহায্যে অপতথ্য ও বিভ্রান্তি ছড়ানো বন্ধ করা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অপরাধীদের শাস্তির আওতায় আনার পাশাপাশি সাধারণ জনগণের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ডিজিটাল জগতে প্রযুক্তির ব্যবহারে যেমন প্রতারণা করা যায়, তেমনি প্রযুক্তির সাহায্যে প্রতারণা শনাক্ত করিবার সুযোগও রহিয়াছে। শুধু তরুণ প্রজন্ম নহে, সমাজের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে কীভাবে অপতথ্য বিশ্লেষণ ও রোধ করা যায়, সেই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করিবার সময় আসিয়াছে। জনসাধারণের বুঝাইতে হইবে যে, ডিজিটাল জগতের বিশুদ্ধতা রক্ষায় সমাজের প্রতিটি মানুষের ভূমিকা ও দায়িত্ব রহিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্য-সংকট: বৃহৎ সংঘাতে ক্ষতিও বৃহৎ

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে প্রথমে ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে যুদ্ধের সৃষ্টি হয় গত বছরের ৭ অক্টোবর। হামাসকে গোপন সমর্থনের মাধ্যমে এই যুদ্ধে ইরান আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে বলে অভিযোগ উঠতে থাকে। একইসঙ্গে ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের লোহিতসাগরে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালানোর দায়ও গিয়ে পড়ে তেহরানের কাঁধে। এসবের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের বিভিন্ন সশস্ত্র প্রক্সিগ্রুপকে গোপনে অস্ত্র ও অর্থসহায়তা দিয়ে আসার পুরোনো অভিযোগ তো ছিলই তেহরানের বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে দুই চিরশত্রু ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা করছিলেন বিশ্লেষক মহল। বিশ্লেষকদের অনুমান শেষমেশ বাস্তবে পরিণত হয়ে ওঠে ইরান-ইসরাইলের পালটাপালটি হামলার মধ্য দিয়ে। লিখেছেন **তামারা কিবলাভি**।

ইসরাইলকে লক্ষ্য করে গত ১৩ এপ্রিল তিন শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ করে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি)। বলা বাহুল্য, এটা ছিল ইসরাইলি ভূখণ্ডে ইরানের প্রথম সরাসরি সামরিক হামলা। ইরানের নজিরবিহীন হামলার জবাবে ইসরাইল কী ধরনের প্রতিক্রিয়া জানায়, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ ছিল না স্বাভাবিকভাবেই। এরূপ প্রেক্ষাপটে শুক্রবার সকালে (১৯ এপ্রিল) ইরানে ইসরাইল হামলা চালিয়েছে বলে জানা যায়। যদিও ইসরাইলের পক্ষ থেকে এ নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। এমনকি তেহরানও বিবৃতিতে জানায়, বাইরের কোনো শক্তি থেকে ইরানি ভূখণ্ডে হামলার ঘটনা ঘটেনি। অর্থাত্, ইসরাইলের সামরিক প্রতিক্রিয়া একপ্রকার অস্পষ্টই রয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে অবশ্য বলা হয়েছে, ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে তেলআবিব, যাকে মূলত গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দুই দেশের মধ্যে চলমান অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ‘প্রতিশোধমূলক হামলা’ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জানিয়ে রাখার বিষয়, মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে প্রথমে ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে যুদ্ধের সৃষ্টি হয় গত বছরের ৭ অক্টোবর। হামাসকে গোপন সমর্থনের মাধ্যমে এই যুদ্ধে ইরান আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে বলে অভিযোগ উঠতে থাকে। একইসঙ্গে ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের লোহিতসাগরে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালানোর দায়ও গিয়ে পড়ে তেহরানের কাঁধে। এসবের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের বিভিন্ন সশস্ত্র প্রক্সিগ্রুপকে গোপনে অস্ত্র ও অর্থসহায়তা দিয়ে আসার পুরোনো অভিযোগ তো ছিলই তেহরানের বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে দুই চিরশত্রু ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা করছিলেন বিশ্লেষক মহল। বিশ্লেষকদের অনুমান শেষমেশ বাস্তবে পরিণত হয়ে ওঠে ইরান-ইসরাইলের পালটাপালটি হামলার মধ্য দিয়ে।

ইসরাইলের মাটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর স্বভাবতই আশঙ্কা ছিল, ভয়াবহ মাত্রার পালটা জবাব আসবে ইসরাইলের পক্ষ থেকে। যদিও ইরানে হামলা না চালানোর জন্য ইসরাইলকে নিষেধ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। যাহোক, ইরানে ইসরাইলের হামলা তথা ইসরাইলি প্রতিক্রিয়ার পর যা দেখা যাচ্ছে, তা হলো, তেহরান ও ইসরাইল—এ দুই আঞ্চলিক শক্তি আপাতত থেমে গেছে নিজ নিজ অবস্থান থেকে। বিপজ্জনক কিছু ঘটার আশঙ্কা আপাতত নেই!

ইরানে হামলার ঘটনার কিছুক্ষণ পর এক আঞ্চলিক গোয়েন্দা সূত্র সিএনএনকে জানায়, ইরান এ নিয়ে নতুন করে আর কোনো প্রতিক্রিয়া জানাবে না বলেই মনে হচ্ছে। অর্থাত্, দুই শত্রু রাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি ‘স্টেট টু স্টেট স্ট্রাইক’ অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। তবে জেনে রাখার বিষয়, ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তাপ এ দুই পরাশক্তি তো বটেই, গোটা মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ঘনীভূত অস্থির পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। উপরন্তু, মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়াটাও যে অস্বাভাবিক নয়, তা-ও স্পষ্ট হলো তেহরান-তেলআবিব পালটাপালটি হামলার মধ্য দিয়ে।

একটা বিষয় লক্ষ করার মতো, সিরিয়ায় ইরানি কনস্যুলেট ভবনে হামলা চালিয়ে কয়েক জন জ্যেষ্ঠ ইরানি কমান্ডারকে হত্যা করার ঘটনাকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখতে চাইছেন অনেক বিশ্লেষক। তারা মনে করেন, এই হামলা ছিল ইসরাইলি প্রতিক্রিয়ার ‘প্রাথমিক অধ্যায়’। এর মধ্য দিয়ে ইসরাইল ইরানকে বাজিয়ে দেখল। এমনও বলছেন অনেকে, তেহরান এবং ইরান-সমর্থিত লেবাননের হেজবুল্লাহর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করা কমান্ডারদের নিহত হওয়ার ঘটনায় ইসরাইল শক্তিশালী শিয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠী হেজবুল্লাহর প্রতিক্রিয়া দেখতে চেয়েছে। বিশ্লেষকদের অভিমত, খুব ভেবেচিন্তেই এই হামলা চালানো হয়।

ভুলে গেলে চলবে না, ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে যা ঘটে, তা সচরাচর দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ

ইরানে হামলার ঘটনার কিছুক্ষণ পর এক আঞ্চলিক গোয়েন্দা সূত্র সিএনএনকে জানায়, ইরান এ নিয়ে নতুন করে আর কোনো প্রতিক্রিয়া জানাবে না বলেই মনে হচ্ছে। অর্থাত্, দুই শত্রু রাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি ‘স্টেট টু স্টেট স্ট্রাইক’ অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। তবে জেনে রাখার বিষয়, ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তাপ এ দুই পরাশক্তি তো বটেই, গোটা মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ঘনীভূত অস্থির পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। উপরন্তু, মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়াটাও যে অস্বাভাবিক নয়, তা-ও স্পষ্ট হলো তেহরান-তেলআবিব পালটাপালটি হামলার মধ্য দিয়ে।

থাকে না। বরং তাতে জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন পক্ষ। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল মূলত গভীরভাবে আন্তঃসংশ্লিষ্ট। বহু ভূরাজনৈতিক হিসাবনিকাশ ঘিরে রেখেছে এই অঞ্চলকে। কোনো একটা পক্ষ যদি সামরিক পদক্ষেপের পথে পা বাড়ায়, ঝুঁকি তৈরি করে, তাহলে সম্ভাব্য সামরিক দাবানলের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে এগিয়ে আসে বিপরীত পক্ষের মিত্ররা। আমরা দেখেছি, চলমান গাজা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে ইসরাইলের একধরনের ঠান্ডা সম্পর্ক শুরু হয়েছিল। দামেস্ক হামলার পর মার্কিন কর্মকর্তারা একটা সময়ে এমনও বলেছিলেন, ইসরাইলের ওপর ইরানের আক্রমণ হলে তার প্রতিক্রিয়ায় ইসরাইলকে সঙ্গ দেবে না ওয়াশিংটন। তবে দিনশেষে আমরা দেখেছি ভিন্ন চিত্র। ইরান থেকে ইসরাইলে যেসব মিসাইল ও ড্রোন ছোড়া হয়, তার প্রায় সবটাই ঠেকিয়ে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। ইরানের নিক্ষেপ করা ৭০টিরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ধ্বংস করেছে মার্কিন বাহিনী একাই। এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, মুখে যাই বলুক না কেন, মিত্র ইসরাইলকে রক্ষার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই আন্তরিক।

তবে এ কথাও সত্য, ইরানে ইসরাইলের পালটা আক্রমণের বিষয়ে কোনো ধরনের সায় ছিল না যুক্তরাষ্ট্রের। ওয়াশিংটনের বেশ ভালোমতোই জানা, পালটাপালটি হামলার ঘটনা এই বিস্তৃত অঞ্চলকে অজানা অন্ধকার গলির দিকে ঠেলে দেবে নিশ্চিতভাবে।

অন্যদিকে, তেহরানও আঞ্চলিক হিসাবনিকাশ বিবেচনায় নিয়ে এগোচ্ছে। সম্ভবত এ কারণেই বেশ সংযমী আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে ইরানের কাছ থেকে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্বের পথে ইরান। এ দুই শক্তি আবার মার্কিন মিত্র। ফলে স্বভাবতই বুঝেশুনে এগোতে চাইছেন ইরানি প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। এই অঞ্চলে ইরানের হাত ধরে কোনো অশান্তি সৃষ্টি হলে তা তেহরানের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সম্পর্ককে শীতল করে তুলতে পারে। এই বাস্তবতা অনুধাবন করেই রাইসি মূলত বড় কোনো ঝুঁকি নিতে চাইবেন না।

এবার আসি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিষয়ে। নেতানিয়াহু যে মহা সুখে আছেন, ব্যাপারটা এমন নয়। বরং দেশের অভ্যন্তরে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। লক্ষণীয়, ১৯ এপ্রিল ইরানে যে হামলা চালানো হয়, তাকে ‘দুর্বল’ বলে আখ্যা দিয়েছে ইসরাইলের অনেক রাজনৈতিক নেতা। শুধু তাই নয়, এর আগে ইসরাইলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর নেতানিয়াহু প্রশাসন যে ‘যুদ্ধ মন্ত্রিসভা’ আহ্বান করে, তাকে পাগলামি আখ্যা দিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করে বিভিন্ন ইসরাইলি মিডিয়া। এসবের পরও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখানোর সাহস করছেন না নেতানিয়াহু। এর কারণ, গাজা যুদ্ধসহ বেশকিছু কারণে প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নেতানিয়াহু প্রশাসনের সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছে না!

যাহোক, ইরান-ইসরাইল সংঘাত আপাতত শেষ হয়েছে, বলা যায়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, এতটুকুতেই কি এই দুই শক্তি তথা মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল শান্ত হয়ে যাবে? অবশ্যই না। বরং বিগত কয়েক মাসের উত্তেজনা নিঃসন্দেহে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। এর কারণ, ইরান ও ইসরাইল উভয়েই একে অন্যকে খতম করে দেওয়ার শপথ নিয়ে রেখেছে। ফলে অচিরেই এ দুই শক্তি আবারো দীর্ঘস্থায়ী ছায়া যুদ্ধে ফিরে আসবে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অংশে ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবে ইরানের প্রক্সিগ্রুপগুলো। যতদিন গাজায় ইসরাইলের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত এই লড়াই চলবে বলে ধরে নেওয়া যায়। বাস্তবতা হলো—ইরাক, লেবানন, সিরিয়া ও ইয়েমেন জুড়ে বিস্তৃত ইরান-ইসরাইল সংঘাত যতই দীর্ঘ হবে, ততই জটিল হয়ে উঠবে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল। এই দ্বন্দ্বের পক্ষগুলো নিজেদের শক্তি জাহির করা শুরু করেছে সবেমাত্র! আগামী দিনগুলোতে বড় ধরনের সংঘাত প্রত্যক্ষ করাও অবান্তর চিন্তা নয়। সেক্ষেত্রে যুদ্ধে জয়লাভের পথকে মসৃণ করতে নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্রে অস্ত্রাগার ভরিয়ে তুলতে চাইবে স্ব স্ব পক্ষ। এটাই যেন অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে! তবে বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধের গণ্ডি পেরিয়ে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে উভয় পক্ষকেই যে অনেক কিছু খোয়াতে হতে পারে, তা-ও নিশ্চয় ভালো করেই জানা আছে তাদের। আসলেই, বৃহত্ সংঘাত সব পক্ষেরই বহু কিছু কেড়ে নেবে।

লেখক: সিএনএনের লন্ডন-ভিত্তিক জ্যেষ্ঠ অনুসন্ধানী লেখক
সিএনএন থেকে অনুবাদ

প্রথম ধাপের ভোটের পর কিছুটা চিন্তায় বিজেপি

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

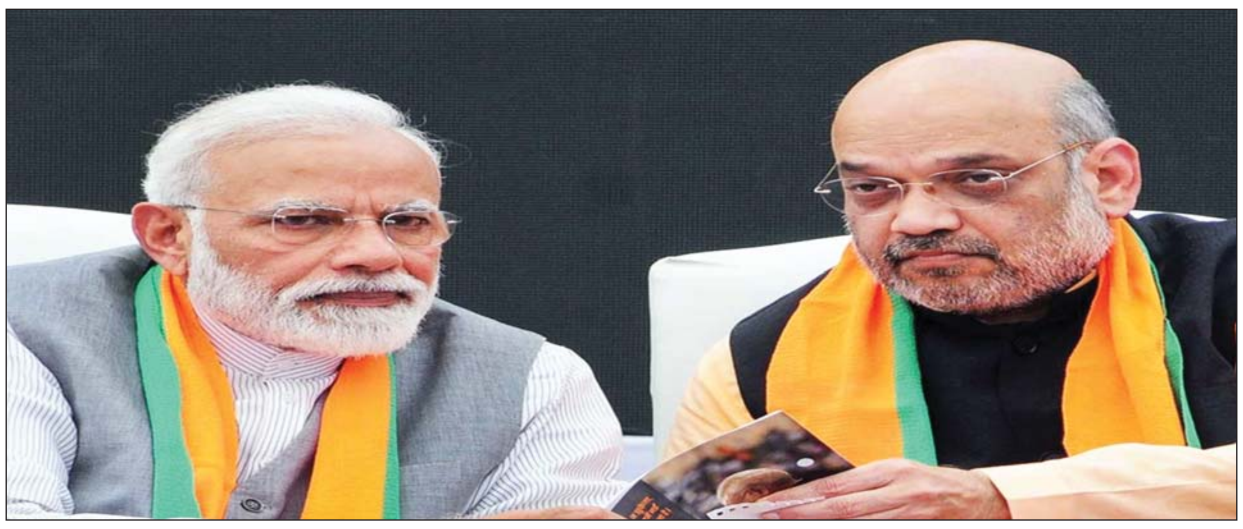

ভারতের লোকসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোট শাসক দল বিজেপিকে বিশেষ উৎসাহিত করতে পারেনি। এর একটা কারণ যদি হয় গতবারের তুলনায় ভোটের হার কমে যাওয়া, দ্বিতীয় কারণ ভোটদাতাদের মধ্যে উৎসাহের অভাব। আরেকটি কারণ হতে পারে অত্যধিক গরম। বিজেপির তাত্ত্বিক নেতাদের একাংশের ধারণা, এই প্রবণতা বদল না হলে গতবারের তুলনায় এবার আসন বৃদ্ধি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

২০১৯ সালের ভোটে বিজেপি পেয়েছিল ৩০৩ আসন, এনডিএ জোট ৩৫৩। এবার আসন জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। বিজেপি ৩৭০ (সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের দরুন), জোট ৪০০-এর বেশি আসন।

গত শুক্রবার প্রথম পর্বের ভোটের হার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ছিল ৬০ শতাংশ। গভীর রাতে নির্বাচন কমিশন জানায়, সেটা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬৩ শতাংশ। পাঁচ বছর আগের তুলনায় এই হার প্রায় ৩ শতাংশ কম। যে সাত দফা ভোট হবে, তাতে প্রথম ধাপের ভোটে সবচেয়ে বেশি ১০২ আসনে ভোট হয়েছে। এসব আসনের মধ্যে তামিলনাড়ু ও পদুচেরিতেই ছিল ৪০টি। যেখানে গতবার বিজেপি একটি আসনও জেতেনি। এবার ওই রাজ্যে বিজেপির ভোট বাড়লেও কোনো আসনের জয়ের সম্ভাবনা বিশেষ নেই বলে খোদ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব বলছে।

রাজস্থান রাজ্যের ২৫ আসনেই গতবার বিজেপি জিতেছিল।

শুক্রবার ১২ আসনে ভোট হয়েছে। দলের অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন—এসব আসনের মধ্যে ৮টিতে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের সঙ্গে বিজেপির জোর টক্কর হয়েছে। এসব আসনের মধ্যে ইন্ডিয়া জোটের সিপিএম (সিকার), ভারতীয় আদিবাসী পার্টি (বাঁসওয়াড়া) ও রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টিকে (নাগৌর) কংগ্রেস তিনটি আসন ছেড়েছে।

শুক্রবার অনুষ্ঠিত প্রথম ধাপের ভোটের পর বিজেপির অন্দরমহলের খবর, এবার শতভাগ আসনে জয়ের আশা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। এর একটি কারণ রাজপুত সমাজের তীব্র অসন্তোষ। অন্য কারণ সেনাবাহিনীর ‘অগ্নিবীর’ (চার বছরের জন্য জওয়ানের চাকরি) প্রকল্প। রাজস্থান, উত্তরাখন্ড, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশে অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে বিজেপিকে ব্যাপক জবাবদিহি করতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে বলতে হয়েছে, প্রয়োজনে তাঁরা ওই প্রকল্প নিয়ে নতুন করে ভাববেন। এই অসন্তোষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃষক আন্দোলন। এ কারণে পশ্চিম উত্তর প্রদেশের আটটি আসন নিয়ে বিজেপি খুব নিশ্চিত হতে পারছে না। শুক্রবার ভোট হওয়া এই আট আসনের তিনটি গতবার এই দল জিতেছিল। এবার প্রতিটি আসনে জিততে তারা রাষ্ট্রীয় লোকদলকে কাছে টেনেছে। কিন্তু ভোটে মানুষের অনুৎসাহ দেখে বিজেপি চিন্তিত।

বিজেপির এক নেতা বলছেন, গরম অবশ্যই একটি কারণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আগামী দিনে এই গরমের মাত্রা আরও বাড়বে। মে মাসজুড়ে যখন ভোট হবে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী পারদের মাত্রা তখন ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ঘোরাফেরা করবে।

প্রথম দফার ভোটের গতিপ্রকৃতি বিজেপিকে চিন্তায় ফেলেছে অন্য কারণেও। তাদের প্রচার পুরোপুরি নরেন্দ্র মোদিনির্ভর। সব জায়গায় প্রার্থীরা মোদিকেই চাইছেন। দেশের প্রায় সব বড় বড় গণমাধ্যমে মোদি যেভাবে প্রচার পাচ্ছেন, বিরোধীরা তার ধারেকাছেও নেই। কিন্তু এত করেও ভোটের হাওয়া তোলা যায়নি। গতবারের নির্বাচনী প্রচারে মোদি বড় করে তুলে ধরেছিলেন পুলওয়ামা, বালাকোট, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। সেটা যে আলোড়ন তুলেছিল, এবারের প্রচারে রামমন্দির তা পারছে না।

প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর প্রতিটি প্রচারে বিরোধীদের দুর্নীতি, পরিবারবাদ, মুসলমানদের তুষ্টিকরণের বিরোধিতার পাশাপাশি তুলে ধরছেন ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের ‘উজ্জ্বল’ ছবি, যার মধ্য দিয়ে তাঁর ‘বিশ্বগুরু’ হয়ে ওঠার গৌরবও প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু বিজেপির প্রচারে এখনো বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধির কোনো উত্তর নেই। বিরোধীরা এগুলোকেই বড় করে তুলে ধরছে। বিপুল জয় নিয়ে বিজেপির সংশয় ধরা পড়েছে অন্য আরেকটি ঘটনায়। সম্প্রতি নির্বাচনী সমীক্ষায় সবচেয়ে বেশি সুনাম অর্জন করেছেন ‘অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভোটবিশেষজ্ঞ প্রদীপ গুপ্তা। একের পর এক ভোটের সম্ভাব্য ফল তিনি তাঁর সমীক্ষায় মিলিয়ে দিয়েছেন। কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার ঘোষণা যেমন তিনি করেছিলেন, তেমনই মিলিয়ে দিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিজেপির বিপুল জয়। ক্রিকেটের পরিভাষায় তাঁর ‘স্ট্রাইক রেট’ ৯৫ শতাংশের বেশি।

এক্স হ্যান্ডলে এই প্রদীপ গুপ্তার সাম্প্রতিক একটি পোস্ট শাসক দল বিজেপি নাকি মুছে দিতে বাধ্য করেছে। তিনি অবশ্য এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি এই দাবিও করেননি, এবার নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি কোনো জনমত সমীক্ষা করেছিলেন।

এক্সের সেই পোস্টে প্রদীপ বলেছিলেন, ১৩টি রাজ্য বিজেপিকে চিন্তায় রাখবে। ৪০০ আসন পেতে হলে ওই রাজ্যগুলোয় বিজেপির খারাপ ফল করা তো চলবেই না, বরং আরও ভালো করতে হবে। এসব রাজ্য হচ্ছে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, গুজরাট, রাজস্থান, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরাখন্ড, হিমাচল প্রদেশ, গোয়া এবং কয়েকটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। ২০১৯ সালে এসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২৫৭টি আসনের মধ্যে বিজেপি ২৩৮টিতে জয়ী হয়েছিল। ভারতীয় গণমাধ্যম ‘মানিকন্ট্রোল’কে দেওয়া ব্যাখ্যায় প্রদীপ গুপ্তা বলেছিলেন, ওই ১৩ রাজ্যে গতবারের ভোটে বিজেপির স্ট্রাইক রেট ছিল ৯৩ শতাংশ। এবার তা বজায় রাখা ও ওই সব আসন ধরে রাখা অসম্ভব; বরং আসন কমবে। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মহারাষ্ট্র, বিহার, কর্ণাটক ও দিল্লির রাজনৈতিক গতিশীলতায় অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে।

নিরপেক্ষ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, এবার এখনো পুলওয়ামার মতো কোনো বিষয় নেই। সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে এখনো কোনো হাওয়া দেখা যাচ্ছে না। জনমন প্লাবিত হতে পারে, এমন কোনো ইস্যুও এখনো দৃশ্যমান নয়। নরেন্দ্র মোদির ‘দৃঢ় নেতৃত্ব’ ছাড়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি ও এনডিএ নতুন কিছু তুলে ধরতে পারেনি। সেই কারণে প্রথম দফায় ভোটারদের মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা গেছে। প্রথম দফার ভোটের পর বিজেপি কিছুটা হলেও তাই চিন্তিত। *সৌজন্যে: প্র.আ*

প্রথম নজর

কৃষ্ণ কল্যাণীর সভায় ঐক্যবদ্ধ দুই বিধায়ক!

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে করণদিঘী ব্লকের বাজারগাঁও ১ নম্বর অঞ্চলের পশ্চিম প্রসাদপুর বুথে একটি সভার আয়োজন করা হয় শনিবার সন্ধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে সভায় বক্তব্য রাখলেন করণদিঘীর বিধায়ক গৌতম পাল ও চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা ফজলু হক জানান, কৃষ্ণ কল্যানীর সমর্থনে যে সভা ছিল তাতে প্রচুর মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি মানুষের সমর্থনে জিতে আমরা কি কি করবো। মানুষও প্রতিবার্তা দিয়েছেন। ব্যাপক জনসমর্থন দেখে আমরা আশাবাদী, আমরাই জিতব। উপস্থিত ছিলেন করণদিঘী বিধানসভার বিধায়ক গৌতম পাল, চাকুলিয়া বিধানসভার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, ১৩ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য আবদুর রহিম, করণদিঘী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শেখ মন্টু, বাজারগাঁও ১ নম্বর পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি আবদুল মাজেদ, বাজারগাঁও ১ নম্বর অঞ্চল সভাপতি মোখলেসুর রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মোহাম্মদ চারু, তৃণমূল নেতা ফজলু হক সহ আরো অনেকেই।

আরপিএফ ফেরাল গৃহবধূর টাকার ব্যাগ

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: আরপিএফ এর সৌজন্যে হারিয়ে যাওয়া টাকার ব্যাগ,মোবাইল ফোন সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফেরত পেলেন এক বধু।শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্রান্তিক ষ্টেশন ক্যানিংয়ে। আরপিএফ সুত্রে জানা গিয়েছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কল্যাণপুরের বধু বনশ্রী নস্কর। শনিবার বিকালে বেতবেড়িয়া (ঘোলা) ষ্টেশন সংলগ্ন এক আত্মীয়ের বাড়িতে রওনা দিয়েছিলেন। সোনারপুর ষ্টেশনে নেমে ডাউন ক্যানিং মাতৃভূমি লোকালে চেপে বসেছিলেন। বেতবেড়িয়া (ঘোলা) ষ্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতেই নেমে যায় ওই বধু।তাঁর টাকার ব্যাগ,মোবাইল ফোন ও অন্যান্য সামগ্রী থেকে যায় ট্রেনের বাঙ্কারের মধ্যে। ট্রেন থেকে নেমে মিনিট পাঁচেক পর বুঝতে পারেন সাথে থাকা টাকার ব্যাগ,মোবাইল ফোন ট্রেনের কামরায় বাঙ্কারের উপর ফেলে রেখে এসেছেন। ততক্ষণে ট্রেন তালদি থেকে ক্যানিংয়ের দিকে রওনা দিয়ে দিয়েছে। এদিকে ট্রেন ক্যানিং ষ্টেশনে পৌঁছালে অন্যান্য দিনের ন্যায় ক্যানিং ষ্টেশনে কর্তব্যরত আরপিএফ এর এএসআই এ কে রাম,কনষ্টেবল টি এস সরদার,এম কে শর্মা ট্রেনের কামরা চেকিং করেন। চেকিংয়ের সময় ট্রেনের কামরার বাঙ্কার থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। ব্যাগ খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায় কর্তব্যত আরপিএফ এর। ব্যাগের মধ্যে কুড়িহাজার টাকা ও একটি দামী মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। পরে স্থানীয় এক ব্যক্তির ফোন থেকে গৃহবধূ আরপিএফকে ফোন করলে তাকে ক্যানিং ষ্টেশনে আসতে বলা হয়। এরপর নগদ কুড়ি হাজার টাকা এবং ১৫ হাজার টাকা মুল্যের দামী মোবাইল ফোন বধুর হাতে তুলে দেয় ক্যানিং আরপিএফ।

বার্ষিক ঈদ মিলন উৎসবে সাহিত্য সভা কাটোয়ায়

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● কাটোয়া

আপনজন: রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান ট্রাস্ট আয়োজিত বার্ষিক মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে। এদিনের অনুষ্ঠানে পূর্ব বর্ধমানের কবি প্রত্নতত্ত্ববিদ গবেষক আইয়ুব হোসেনের মতো গুণী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সাহিত্য সাধক সম্মানে সম্মানিত করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান ট্রাস্ট এর সম্পাদক এম রুহুল আমিন ও সভাপতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর রমজান আলী বলেন, বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান ট্রাস্ট পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু আদিবাসী দলিত ও নিভৃতচারী যারা লেখালেখি করেন তাদেরকে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। কাটোয়া রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ এর অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী এমনকি ওপার বাংলার বহু বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। সারাদিন ধরে এই অনুষ্ঠানে ২০০ বেশি কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী তারা বিভিন্ন বক্তব্য কবিতা গান ও সাহিত্য বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন।

এই উৎসব মঞ্চে কবি ও এম. সাহাউদ্দিন পিয়াদা রচিত কাব্যগ্রন্থ 'আলোর দিশারী হযরত মুহাম্মদ স.' গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। বাংলার রেনেসাঁ ঈদ সংখ্যাও প্রকাশিত হয় এদিন।

এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্তিত ছিলেন বাংলার রেনেসাঁ সম্পাদক আজিজুল হক, বাংলাদেশের কবি এম এ আলিম, কবি রাফিয়া সুলতানা, সমাজসেবী আব্দুল আলিম, সামজিদা খাতুন, কবি শামসুল হক, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মালেক প্রমুখ সাহিত্য প্রেমীরা। এই অনুষ্ঠান ঘিরে আয়োজক ও আগত অতিথিদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিজেপির সঙ্গে সেটিং আছে অধীরের: ফিরহাদ হাকিম

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লালগোলা বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কোলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। রবিবার লালগোলার বিরামপুর অভয়া সুন্দরী বিদ্যামন্দির স্কুল মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধীর চৌধুরী সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন ফিরহাদ। পাশাপাশি জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী খলিলুর রহমানকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

মুর্শিদাবাদের তিনটি কেন্দ্রে তৃণমূলের জয়ের বিষয়ে আশাবাদী তৃণমূল নেতা। এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের বিদায়ী সাংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান, রাজ্যের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান, লালগোলার বিধায়ক মোহাম্মদ আলী, ব্লক সভাপতি মোতাহার হোসেন রিপন, সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি সেলিম আক্তার সহ জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা এবং লালগোলা বিধানসভা ও ব্লক তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা। কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন এদিনের জনসভায়।

বাম কংগ্রেস জোটকে কটাক্ষ করে বক্তব্যের শুরুতেই ফিরহাদ বলেন, '২০০৮ সালে অধীর চৌধুরী সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছিলেন সিপিএমের হাতে কংগ্রেসের ৭৮২ জন নেতাকর্মী খুন হয়েছে। অথচ সেই অধীর চৌধুরী দু'দিন আগে কাস্তে হাতুড়ি আঁকা উত্তরীয় পরে সিপিএম প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা করতে গেছিলেন।' ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মুসলিম অধ্যুষিত লালগোলায় ফিরহাদ বলেন, মুসলিম সমাজ আপনাকে বিশ্বাস করে অধীর চৌধুরী বানিয়েছে, বিজেপির সঙ্গে সেটিং করে সেই সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।'

এমনকি জঙ্গিপুরের আইএসএফ প্রার্থী শাজাহান বিশ্বাস সহ নির্দল প্রার্থী এবং অন্যান্য কেন্দ্রের তৃণমূল বিরোধী প্রার্থীদের ভোট কাটুয়া বলে কটাক্ষ করেন ফিরহাদ। সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের জলঙ্গির বক্তব্যকে কটাক্ষ করে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি; বুড়ো হাবড়া লোক, মোদির দয়াতে মন্ত্রী আছেন, এরপর হয়তো সেটাও থাকবেন না। সিএএ বা এনআরসি সাম্প্রদায়িক বিভাজন সেটা সবাই বুঝে গেছে। তাই বিজেপির রাজনৈতিক চক্রান্ত বৃথা যাবে।' নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে নাম না করে দাড়িওয়ালা এবং মোটা ভাই বলে কটাক্ষ করেন তিনি। লালগোলা ব্লকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অত্যন্ত খারাপ ফলাফলের পর লোকসভায় ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়ে আশাবাদী ফিরহাদ। প্রসঙ্গত, ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতি বাম-কংগ্রেস জোটের দখলে গেছিল। সেই লালগোলার সভা থেকেই বিরোধীদের কটাক্ষ করলেন ফিরহাদ।

কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্য সরকার চালু করতে দিচ্ছে না: রাজনাথ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বিজেপির মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী গৌরী শংকর ঘোষ এর সমর্থনে নির্বাচনী সভা করতে রবিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী বিধান সভার নরসিংহ পুরে হাজির হয়েছিলেন ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিনের সভা থেকে বাম কংগ্রেসে কে তেমন ভাবে কিছু না বললেও পুরো বক্তব্য রাজ্যর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কে আক্রমণ করেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তিনি রাজ্যর একাধিক দুর্নীতির পাশাপাশি সন্দেশখালির মত ঘটনার কথা তুলে ধরে নাম করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে কটাক্ষ করেন এদিনের সভায়।

তিনি আরো বলেন পশ্চিমবঙ্গে শাসন ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। সন্দেশখালির ঘটনা গোটা বিশ্বের কাছে লজ্জায় ফেললেন মমতা দিদি। পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালির মতো ঘটনা ভারতের কোথাও ঘটেনি।

তিনি আরও বলেন কেন্দ্র যে সমস্ত প্রকল্প চালু করছেন তা রাজ্য সরকার চালু করতে দিচ্ছে না ,আর যে করছে সেটাও নাম বদলিয়ে ফেলছে বলে আক্রমন করে বলেন যেমন প্রধান মন্ত্রী আবাস যোজনা নাম পরিবর্তন করে বাংলা আবাস যোজনা রেখেছে। আবার একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরেন। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে এবার তিরিশের বেশি আসন পাবে বিজেপি দল পাবে বলে জানান।এদিনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী গৌরী শংকর ঘোষ ও ভগবানগোলার উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী সহ জেলা বিজেপি সভাপতি, ব্লকের নেতৃত্ব গণ।

রাজনৈতিক মহলের দাবি এই প্রথম এত বড়মাপের মন্ত্রী সীমান্ত এলাকায় তথা মুর্শিদাবাদের মাটিতে পা দিলেন।তো এদিনের সভা শেষে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন যদি তাদের দলীয় প্রার্থীকে জয়ী করেন তাহলে আবারও এই এলাকায় তিনি আসবেন বলে জানান। এদিন কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে ঘেরা ছিল সভা স্থল।

শাদী মোবারক...

আপনজন: হুগলি জেলার খানাকুল থানার মাইনান গ্রামের আবু জাফর সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ মোঃ ইকবালের শাদী মোবারক পূর্বকাছড়া আব্দুল্লাহ সাহেবের একমাত্র কন্যা সারমিনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বিশিষ্ট সমাজ সেবী ও ব্যবসায়ীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মেসবাহুল আরেফিন, শেখ মোহাম্মদ রফিক, শেখ মোহাম্মদ সফিক, মোঃ সিদ্দিক প্রমুখ। এদিন এই অনুষ্ঠানে নিকাহ পড়ান নাবাবিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবার । নব দম্পতির সুখময় জীবন ও মানব জাতির কল্যাণের জন্য এই মজলিসে দোয়া চাওয়া হয় সুন্নত তরিকার মাধ্যমে।

উলুবেড়িয়ায় ঈসালে সওয়াবে মন্ত্রী পুলক রায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাজি ইশাক দারুল উলুম সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা-র ৭০ তম বার্ষিক ঈশালে সওয়াব মহফিল ও জলসা অনুষ্ঠিত হল পারিজাত বি.টি কলেজ মাঠে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়,উলুবেড়িয়া লোকসভার বিদায়ী সাংসদ সাজদা আহমেদ, দুই বিধায়ক সুকান্ত পাল, বিদেশ রঞ্জন বসু, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান সেখ ইনামুর রহমান, পৌরসভার সিআইসি সদস্য আকবর সেখ,বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখ জাহির আব্বাস (আজাদ) প্রমুখ।

শাসনের তৃণমূল নেতৃত্বদের নিয়ে জরুরি বৈঠক প্রার্থী হাজী নুরুলের

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: রবিবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের উপস্থিতিতে বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষের তত্ত্বাবধানে দলীয় কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলীয় নেতৃত্বদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলাম জানান, মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কর্মধারা রূপায়ণের ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা যেভাবে মানুষের পাশে থেকে সারা বছর কাজ করে যাচ্ছে তার সুফল দল পাবে এই নির্বাচনে। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন, বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে শাসনের এই পাঁচটি অঞ্চল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে রেকর্ড সংখ্যক লিড বিগত দিনের মতো এবারও উপহার দেওয়া হবে। বসিরহাট লোকসভা তৃণমূল কোর কমিটির অন্যতম সদস্য ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, উন্নয়নের আরেক নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই আছে। এই বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিলা নেত্রী মনোয়ারা বিবি, মমতা সরকার, ইফতিকারউদ্দিন, মহঃ মনিরুল ইসলাম, মহঃ আব্দুল হাই, শাহাবুদ্দিন আলি, মানস কুমার ঘোষ, নজিবুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, মান্নান আলি, তৃষ্ণা পাত্র, সহিদুল ইসলাম মোল্লা, রমা মন্ডল, রবিউল ইসলাম, হাফিজুর রহমান, জিয়াউল ইসলাম, সহিদুল ইসলাম, মহঃ সাকিব,তপন মুখার্জি প্রমুখ।

ভোটের আগে নলহাটি ব্লক তৃণমূল কমিটির নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: নলহাটি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের নেতৃত্ব কে দেবেন, তা নিয়ে সংকটে পড়ল ব্লক তৃণমূল। প্রথম দফায় ব্লক সভাপতি ঘোষনার কিছু দিনের মধ্যেই তাকে ভেঙে দিয়ে পাঁচ জনের কমিটি গঠন করা হয়। পাঁচ জনের কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয় রেজাউল হককে। কিন্তু ৬ টি অঞ্চলের মধ্যে যে পাঁচ জনের কমিটি করা হয়েছে, সেখানে কেবলমাত্র তিনটি অঞ্চল থেকেই পাঁচ জনের কমিটি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে। এই তিনটি অঞ্চল থেকে পাঁচজনের কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, একই পরিবারের দুজন এবং একই অঞ্চলের দুজন করে নেওয়া হয়েছে। সেখানে ভদ্রপুর এক নম্বর অঞ্চল থেকে একই পরিবারের শুভাশিস ভট্টাচার্য এবং নলহাটি ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুন ভট্টাচার্যকে নেওয়া হয়েছে।একই ভাবে বারা এক নম্বর অঞ্চল থেকে কুদরতে খোদা ওরফে স্বপন, আবু জাহের রানাকে করা হয়েছে। কিন্তু ভদ্রপুর এক নম্বর নওয়াপাড়া এবং বারা দু নম্বর অঞ্চল থেকে কাউকেই নেওয়া হয়নি। কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ এই অঞ্চল গুলিতে বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব অনেকটাই এগিয়েছিল গত নির্বাচনে। যার ফলে ভোটে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। এবারও লোকসভা নির্বাচনে নেতৃত্বে হীনতায় সেই অবস্থাই হবে। বরং ফলাফল আরো বেশি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিক্ষুব্ধ নেতা কর্মীরা। তার কারণ হচ্ছে যারা নিজের এলাকায় গত নির্বাচনে ভোট পাইনি তারা অন্য এলাকাতে ভোট করতে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। যে সব এলাকায় তারা ভোট করতে যাচ্ছেন সেই এলাকার নেতৃত্বকে না জানিয়ে বৈঠক প্রচার করছেন বলে অভিযোগ উঠছে। এই অভিযোগ আরো জোরালো হয়, শনিবার বিকেলে মহাসিন বিএড কলেজ ক্যাম্পাসে বায়তুল মোকাররম মসজিদের তরফ থেকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য একটি অনুষ্ঠানে মোঃ মহাসিন মন্ডলের ডাকে সব অঞ্চলের নেতা কর্মীরা একজোট হয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নলহাটি ২ নং ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি আব্দুর রহমান, যুব সভাপতি নূর হাবিব মোল্লা, ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন কার্যকারী সভাপতি শামসুল হোদা বকুল সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সেই অনুষ্ঠানে কর্মীরা পাঁচজনের কমিটির উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে একরকম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কেবল তিনটি অঞ্চল থেকেই পাঁচ জনের কমিটি নির্বাচিত করা হল। অথচ বাকি তিনটি অঞ্চলকে বঞ্চিত করে সে অঞ্চলের নেতা কর্মীদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। যার ফলে নেতৃত্ব হীনতায় কর্মীরা তৃণমূল ছেড়ে কেউ কেউ আবার বাম কংগ্রেসে যোগদান করছেন।

শাজাহান বিশ্বাসের সভায় নওশাদ

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জঙ্গিপুর লোকসভায় আইএসএফ প্রার্থী শাজাহান বিশ্বাসের সমর্থন নিয়ে নির্বাচনী জনসভা করলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। রবিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের সুতির বাজীৎপুর পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর এলাকায় জনসভা করেন তিনি। সভায় উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ প্রার্থী শাজাহান বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

এদিন জনসভা থেকে তৃণমূল, বিজেপি এবং কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী । পরাজয়ের আশঙ্কায় প্রচারে বেরিয়ে মেজাজ হারাছেন বহরমপুরে অধীর। শুধুমাএ নিজের সিটটাকে বাঁচাতে জোট ভেস্তে রাজ্যে তৃণমূল - বিজেপির হাত শক্ত করেছে অধীর তোপ নওশাদের। তাই আইএসএফের মনোনীত প্রার্থী বিশিষ্ট শিল্পপতি সমাজসেবী শাজাহান বিশ্বাসকে খাম চিহ্নে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি। এদিন সভায় সাধারণ মানুষদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

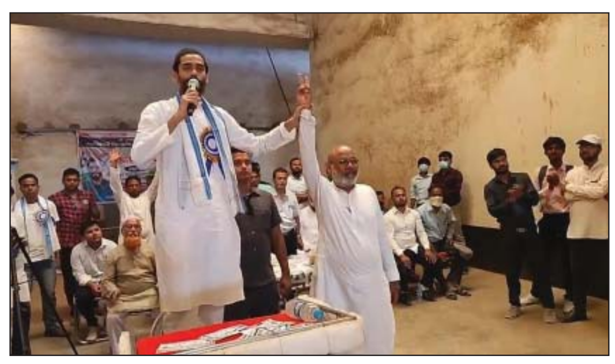

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চলে গেলেন সাহিত্যিক প্রদীপ মুখার্জি

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: চলে গেলেন বিশিষ্ট ছড়াকার, ছোটগল্পের অসাধারণ স্রষ্টা প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। গত রাতে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় সব বয়সীদের ' প্রদীপ দা' র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর। ১৯৫০ সালে বারুইপুরের সাউথ গরিয়া গ্রামে এক উদার বর্ধিষ্ণু সাংস্কৃতিক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। সাহিত্য সংস্কৃতির আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন সত্তরের দশকের ঝোড়ো রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়ে। "দক্ষিণী আসর " নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর 'দুই কারিগর' ও 'তিন ফর্মার ছড়া' বইদুটি খুবই জনপ্রিয় হয়। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বারুইপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় গভীরভাবে শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রখর রোদে জলছত্র, গাছ লাগানোর বার্তা পুলিশের

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: 'জলের আরেক নাম জীবন', যারা সূর্যের প্রখর তেজে পথেঘাটে বের হন।বিশেষ করে ৪২ ডিগ্রি তাপে তাদের অবস্থা প্রাণ যায় যায় মতন।তীব্র দহনে যখন বাংলা থর মরুভূমি কে টেক্কা দিচ্ছে। তখন চলতি সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আইনজীবীদের কালো জোব্বা পড়তে বারণ করেছেন এই গরমের চরম অস্বস্তির কথা ভেবে।আবার বিধাননগর এলাকায় এক বেআইনী ফ্ল্যাটে প্রতারিত আবাসন গ্রহিতাদের জল ও বিদ্যুতের সংযোগ পুনরায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে পুনরায় মানবিক উদ্যোগ নিতে দেখা গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার পুলিশ কে।রবিবার সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত থানার গেটের সামনে চললো জলছত্র কর্মসূচি এবং গাছ লাগানো নিয়ে সার্বিক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে বার্তা দিতে দেখা যায় পুলিশকে ।

১২ টন কয়লা বাজেয়াপ্ত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: অবৈধভাবে কয়লা পাচারকারীরা পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে চলেছে।জেলা পুলিশ তাদের কলাকৌশল থেকে গোপন আস্তানা খুঁজে বের করে অবৈধ কয়লা পাচার রোধ ও কয়লা বাজেয়াপ্তের খবর পাওয়া যাচ্ছে। সেরূপ লোকপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে স্থানীয় থানার রুপুষপুর পঞ্চায়েতের ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী হাতিকাটা জঙ্গল এলাকায় অতর্কিতে হানা দেয় রবিবার দুপুরে। সেখানে অবৈধভাবে মজুদকৃত কয়লার সন্ধান পান এবং কয়লা গুলি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। বাজেয়াপ্ত করা কয়লার পরিমাণ ১২ টন। যদিও ঘটনার প্রেক্ষিতে কেউ ধরা পড়েনি।

মেসি-জাদুতে মায়ামির বার্সেলোনাময় এক জয়

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি জোড়া গোল করলেন, সেই গোলের একটিতে লুইস সুয়ারেজের অ্যাসিস্ট, মেসির পাস থেকে গোল করলেন সের্হিও বুসকেতস- ন্যাশভিলের বিপক্ষে মেজর লিগ সকারে ইন্টার মায়ামির ৩-১ গোলের জয়টির প্রতিবেদন সংক্ষেপে এভাবেই লেখা যায়।

মায়ামির ম্যাচ জয়ের এই প্রতিবেদনকে বিশ্লেষণ করলে মৌলিক দুটি বিষয় পাওয়া যায়- এটি বার্সেলোনাময় এক ম্যাচ এবং মেসি-জাদুর আরেকটি অনন্য প্রদর্শনী। এমন এক জয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে মায়ামি।

ম্যাচের শুরুটা অবশ্য সুখকর ছিল না মায়ামির জন্য। ২ মিনিটেই আত্মঘাতী গোল খেয়ে বসে তারা। ন্যাশভিলের ড্যানিয়েল লোভিৎসের কর্নার ডিফেন্ডার ফ্রাঙ্কো নেগ্রির গায়ে লেগে ঢুকে যায় মায়ামির জালে। এই নিয়ে টানা ১১ ম্যাচে নিজেদের জাল অক্ষত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে জেরার্দো মার্তিনোর দল।

মায়ামির আজকের জয়টি যেন ছিল বার্সেলোনাময়

মায়ামির আজকের জয়টি যেন ছিল বার্সেলোনাময়এএফপি

মেসি-সুয়ারেজদের জন্য পরিস্থিতি আরও বাজে হতো পারত, যদি ম্যাচের পঞ্চম মিনিটে জশ বাউয়ের বুলেট গতির শট বারে লেগে ফিরে না আসত! শুরুর এই ধাক্কা অবশ্য দ্রুতই কাটিয়ে ওঠে মায়ামি। আর সেটা মেসি-সুয়ারেজ রসায়নেই। ন্যাশভিলের গোলকিপার এলিয়ট পানিক্কোর দুর্বল একটি শট বক্সের কাছেই পেয়ে যান সুয়ারেজ। তিনি দ্রুতই সেটি দেন ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা মেসিকে। সেই বল পেয়ে খুব সহজেই ১১ মিনিটেই মায়ামিকে ১-১ সমতায় ফেরান আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

১৩ মিনিটেই মায়ামি এগিয়ে যেতে পারত। কিন্তু মেসির নেওয়া ডান পায়ের শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। ম্যাচে মায়ামি যাই করছিল, সবকিছুই ছিল মেসিকেন্দ্রিক। প্রথমার্ধেই মেসির ক্রস থেকে নেওয়া গোমেজের হেড ফিরে আসে ন্যাশভিলের গোলকিপার পানিক্কোর পায়ে লেগে।

৩৯ মিনিটে অবশ্য কাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় মায়ামি। বুসকেতসের এই গোলেও মেসিরই অবদান। তাঁর নেওয়া অসাধারণ এক কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে ব্যবধান ২-১ করেন বার্সেলোনার সাবেক মিডফিল্ডার বুসকেতস। বিরতির বাঁশি বাজার আগে চোটে পড়া গোমেজের বদলি হিসেবে নামা ব্রাজিলিয়ান তরুণ ফুটবলার লিওনার্দো আফোনসোর গোল বাতিল হয়েছে অফসাইডের কারণে।

বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ন্যাশভিল। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ২০ মিনিট বলতে গেলে মায়ামিকে তারা হাঁপ ছাড়তেই দিচ্ছিল না। সেই সময়টা সামলে ৮১ মিনিটে মেসির পেনাল্টি গোলে ৩-১ ব্যবধানের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে মায়ামি। এই জয়ে মেজর লিগ সকারে ১০ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা মায়ামির পয়েন্ট হয়েছে ১৮।

কেকেআর-এর কাছে এক রানে হার বেঙ্গালুরুর

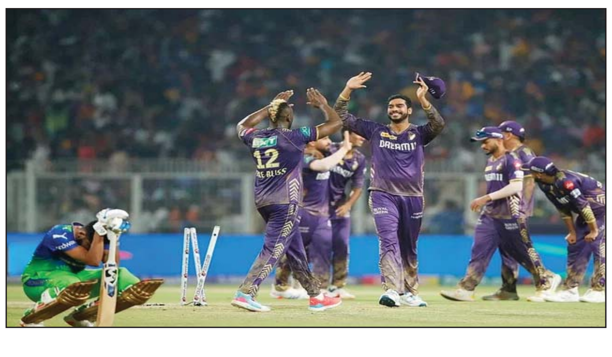

আপনজন ডেস্ক: কলকাতা নাইট রাইডার্সের দেওয়া ২২৩ রানের লক্ষ্যে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর শেষ ওভারে দরকার ছিল ২১ রান, মিচেল স্টার্কের প্রথম ৪ বলে কর্ণ শর্মা মারেন ৩টি ছক্কা। সেই কর্ণ, যাঁকে আগের ওভারে স্ট্রাইক দেননি দিনেশ কার্তিক। কিন্তু ২ বলে ৩ রান দরকার থাকার সময় লো ফুল টসে টেনে মারতে গিয়ে স্টার্কের দারুণ ক্যাচে পরিণত হয়ে থামতে হয় কর্ণকে। শেষ বলে লকি ফার্গুসন ডাবলস নিতে পারলে টাই হতো ম্যাচটা, থ্রো-টা সুবিধার না হলেও ফার্গুসনকে রানআউট করেন ফিল সল্ট। ইংলিশ উইকেটকিপার এ ওভারেই কর্ণের নিচু ক্যাচ নিতে পারেননি ঠিকঠাক। ইডেন গার্ডেনসে নাটকীয় ম্যাচে শেষ পর্যন্ত হৃদয়ভঙ্গই হয়েছে বেঙ্গালুরুর। যেটি হতে পারত আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া, সে ম্যাচে তারা হেরেছে ১ রানে।

শেষ ওভারে খলনায়ক হতে হতে নায়কই বনে গেছেন স্টার্ক আর হঠাৎ নায়ক হতে গিয়েও হননি কর্ণ। এ জয়ে ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠে এসেছে কলকাতা, অন্যদিকে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা বেঙ্গালুরুর আরেকটি জয়ের অপেক্ষা দীর্ঘই হয়েছে।

বিরাট কোহলির ৭ বলে ১৮ রানের ইনিংসে শুরুটা ঝোড়ো হয় বেঙ্গালুরুর, কিন্তু তারাও পাওয়ারপ্লেতে হারায় ২ উইকেট। কোহলির আউট নিয়ে অবশ্য তৈরি হয় বিতর্ক। হারশিত রানার ফুল টসে ভড়কে গিয়ে লিডিং এজে ফিরতি ক্যাচ দেন ক্রিজের বাইরে থাকা কোহলি, অন ফিল্ড আম্পায়ার নো বল না দিলে সেটি রিভিউ করেন তিনি। নতুন পদ্ধতিতে বল ট্র্যাকিংয়ে বলের অনুমিত গতিপথের সঙ্গে দাঁড়ানো অবস্থায় ব্যাটসম্যানের পা থেকে কোমর উচ্চতার পার্থক্য মেপে নির্ধারণ করা হচ্ছে নো বল। সে অনুযায়ী, কোহলির কোমরের (১.০২ মিটার) চেয়ে বলের (০.৯২) উচ্চতা ছিল কমই।

৩৫ রানে ২ উইকেট হারানো বেঙ্গালুরু অবশ্য শক্ত একটা ভিত পায় উইল জ্যাকস ও রজত পাতিদারের জোড়া ফিফটি এবং দুজনের ৪৮ বলে ১০২ রানের জুটিতে। ৩২ বলে ৫৫ রান করা জ্যাকসের পর ২৩ বলে ৫২ রান করা পাতিদারকে একই ওভারে ফেরান রাসেল, ব্যাটিংয়ে তেমন সুবিধার দিন না কাটালেও বোলিংয়ে ঠিকই প্রভাব রাখেন এই ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার।

মাঝের ওভারে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়লেও বেঙ্গালুরুর আশা হয়ে ছিলেন দিনেশ কার্তিক। সমীকরণটা কঠিন হয়ে উঠছিল, শেষ দিকে সিঙ্গেলও ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। রাসেলের স্লো বাউন্সারে আগে থেকেই স্কুপ করতে উদ্যত কার্তিক ক্যাচ তুলে থামেন ১৯তম ওভারের শেষ বলে, বেঙ্গালুরুর তখনো দরকার ২১ রান। এ উইকেটে গতি কমিয়ে আনা বল কার্যকর হলেও স্টার্ক শেষ ওভারে তেমন কিছু করেননি শুরুতে, তার খেসারতও দিতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হাঁপ ছেড়েই বাঁচেন আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়। এর আগে পাওয়ারপ্লেতে কলকাতা প্রথম তিন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তোলে ৭৫ রান। এর মধ্যে সুনীল নারাইন ও অংক্রিশ রঘুবংশী মিলে ১৯ বলে ১৩ রান করলেও কলকাতা অমন শুরু পায় সল্টের ১৪ বলে ৪৮ রানের ইনিংসে, প্রথম ১৩ বলের ১০টিতেই ইংলিশ ব্যাটসম্যান মারেন বাউন্ডারি। পাওয়ারপ্লেতে করা একমাত্র ওভারে লকি ফার্গুসন দেন ২৮ রান, কিন্তু পরের ৩ ওভারে কিউই ফাস্ট বোলার খরচ করেন ১৯ রান। বেঙ্গালুরু পাওয়ারপ্লের শেষ দিক থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় ভালোভাবে, ৭-১৬ ওভারের মধ্যে কলকাতা তুলতে পারে মাত্র ৮০ রান। অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার পান ২০২২ সালের মে মাসের পর প্রথম আইপিএল ফিফটি। শুরুতে সময় নিলেও পরে সেটি পুষিয়ে দেন ভালোভাবেই।

প্রথম ২১ বলে ২৫ রান করা শ্রেয়াস ফিফটিতে যান ৩৫ বলে, যদিও ঠিক পরের বলেই আউট হন।

২৫৭ রানের ২১৬-ই চার-ছক্কায়, ভারতের ক্রিকেট আকাশে নতুন তারা অভিষেক শর্মা

আপনজন ডেস্ক: মোট রান ২৫৭। মোট রানের কতটা চার আর ছক্কায় করতে পারেন কেউ! কে কত করবেন, কে জানে। ভারতের উঠতি তারকা অভিষেক শর্মা এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত তাঁর মোট ২৫৭ রানের ২১৬-ই করেছেন চার-ছক্কায়। অভিষেক শর্মা ৭ ইনিংসে ২৫৭ রান করার পথে ছক্কাই মেরেছেন ২৪টি, ৪ মেরেছেন ১৮টি। গতকাল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে যে ১২টি বল খেলেছেন, তার মধ্য ছক্কা ৬টি, চার ২টি। ১২ বলে করেছেন করেছেন ৪৬ রান। এমন ইনিংস খেলে ভারতের আক্রমণাত্মক ক্রিকেটের ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর বীরেন্দর শেবাগের প্রশংসা পেয়েছেন অভিষেক। শেবাগ বাঁহাতি এই ওপেনারে দেখছেন ভারতের ভবিষ্যৎ।

অভিষেক শুধু যে গতকালই অমন ধ্বংসাত্মক ইনিংস খেলেছেন, এমন নয়। চলতি মৌসুমে এর আগেও এমন কয়েকটি ইনিংস খেলেছেন। গত ২৭ মার্চ মুম্বাইয়ের বিপক্ষে খেলেছিলেন ২৩ বলে ৬৩ রানের ইনিংস। এরপর চেন্নাইয়ের বিপক্ষে খেলেছিলেন ১২ বলে ৩৭ রানের ইনিংস। এমন করে ব্যাটিং করেছেন দেখেই তো স্ট্রাইক রেট

২১৬।

শেবাগ তাই অভিষেকের মধ্যে সাহস ও ভবিষ্যৎ দুটোই দেখছেন। এক্সে শেবাগ লিখেছেন, ‘অভিষেক শর্মা। ছেলেটার মধ্যে সাহস আছে। বড় স্কোর করা এখন ওর জন্য সময়ের ব্যাপার। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে বড় শট খেলা একটা বিশেষ সামর্থ্য, ওর সামনে দারুণ ভবিষ্যৎ আছে।’

কোন মন্ত্রে এমন জ্বলে উঠেছেন, গতকাল ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে সেই কথা জানিয়েছেন অভিষেক নিজেই। তিনি কৃতিত্ব দিয়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কোচ ড্যানিয়েল ভেট্টোরি ও অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, ‘কোচ ও অধিনায়কের কাছ থেকে বার্তাটা পরিষ্কার ছিল– যাও, নিজেকে প্রকাশ করো। কোচ আর অধিনায়কের কাছ থেকে এটা খুবই সহজ আর শক্তিশালী বার্তা। কারণ, তরুণ আর টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে আপনার ওপর কোচ আর অধিনায়কের আত্মবিশ্বাস লাগবে। আমার মনে হয়, আমরা যেটা প্রথম দিন থেকে পেয়েছি।’

হেড-অভিষেক জুটিতে দুর্দান্ত শুরু পাচ্ছে হায়দরাবাদ

হেড-অভিষেক জুটিতে দুর্দান্ত শুরু পাচ্ছে হায়দরাবাদইনস্টাগ্রাম

এরপর তিনি যোগ করেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, এই আইপিএলের আগে আমার পরিকল্পনা, চিন্তাভাবনা পরিষ্কার ছিল। ব্যাটিংয়ের ধরন, পারফরম্যান্স কীভাবে করব–এসব নিয়ে আমার ভাবনা একদম স্পষ্ট ছিল।’

উইকেটে অভিষেক অন্য প্রান্তে ঝড় তুলছেন ট্রাভিস হেড। যিনি এখন পর্যন্ত আইপিএলে ৬ ম্যাচে ৩২৪ রান করেছেন, সেটা ২১৬ স্ট্রাইক রেটেই। ২৩ বছর বয়সী অভিষেক হেডের ভক্ত, ‘ট্রাভিসকে ব্যাট করতে দেখা আনন্দের। আমরা মাঠের বাইরে অনেক কথা বলি, যেটা আমাদের সাহায্য করছে। আমি তাঁর ভক্ত, সেটা প্রথম দিন থেকেই আমি তাকে বলে যাচ্ছি। গত ১ বছর ধরে আমি তাকে অনুসরণ করছি, ভাগ্যক্রমে আমরা তাকে দলে পেয়েছি।’

আইপিএলে রানবন্যা থামাতে বিসিসিআইকে যে পরামর্শ গাভাস্কারের

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইপিএলে রীতিমতো রানবন্যা চলছে। শনিবার পর্যন্ত হওয়া ৩৫ ম্যাচে ২০০-পেরোন স্কোর দেখা গেছে ১৫ বার। এর মধ্যে ২৫০ রানের বেশি হয়েছে পাঁচবার।

আইপিএলে ব্যাটসম্যানদের এই তাণ্ডব দর্শকদের জন্য আনন্দের হলেও ব্যাটিং ও বোলিংয়ের মধ্যের লড়াইয়ের সমতাকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে।

আইপিএল যাতে শুধুই ব্যাটসম্যানদের খেলায় পরিণত না

হয়, তা নিশ্চিত করতে বিসিসিআইকে পরামর্শ দিয়েছেন সুনীল গাভাস্কার। ভারতের কিংবদন্তি এই ব্যাটসম্যান বলেছেন, ব্যাটসম্যান ও বোলারদের মধ্যে যতটা সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা রাখতে হবে।

এবারের আইপিএলে যে পাঁচবার দলীয় রান ২৫০ ছাড়িয়েছে, এর তিনটি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের। সর্বশেষটি শনিবার অরুন জেটলি স্টেডিয়ামে হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচে। ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৬৬ রান তোলার পথে প্রথম ৬ ওভারেই রেকর্ড ১২৫ রান তুলে ফেলেন হায়দরাবাদের দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড ও অভিষেক শর্মা।

ব্যাটসম্যানদের রান-উৎসবে লাগাম টানতে অনেকে ব্যাটের আকারে পরিবর্তন আনার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে গাভাস্কার মনে করছেন, বোলারদের দিকটিই বেশি ভাবা দরকার।

চেলসিকে হারানোর পর গার্দিওলার ক্ষোভ, ‘এটা অগ্রহণযোগ্য’

আপনজন ডেস্ক: খেলা, অনুশীলন, আবার খেলা! ম্যানচেস্টার সিটির সর্বশেষ সপ্তাহটা এ রকমই কেটেছে। ১৩ এপ্রিল প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ, ১৭ এপ্রিল চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ, ২০ এপ্রিল এফএ কাপের সেমিফাইনাল। আবার তারা মাঠে নামবে ২৫ এপ্রিল, প্রিমিয়ার লিগে, ব্রাইটনের বিপক্ষে।

চেলসির বিপক্ষে গতকাল এফএ কাপের সেমিফাইনালে ১-০ গোলে জিতে টুর্নামেন্টটির ফাইনালে ওঠার পর ঠাসা এই সূচি নিয়ে নিজের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা। সিটির স্প্যানিশ কোচ এমনও অভিযোগ করেছেন যে এটা এ সপ্তাহে শুধু তাঁর দলের সঙ্গেই হয়েছে।

এফএ কাপের আরেক সেমিফাইনালে আজ মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও কভেন্ট্রি সিটি। কভেন্ট্রি বর্তমানে চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছে। এফএ কাপের সেমিফাইনালে খেলা চার দলের মধ্যে সপ্তাহের মাঝে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে শুধু সিটিকে। লিগে ইউনাইটেড ও চেলসির ম্যাচ নেই, চ্যাম্পিয়নশিপে নেই কভেন্ট্রির ম্যাচ।

এ নিয়ে চেলসিকে হারিয়ে ম্যাচ শেষে বিবিসি স্পোর্টকে গার্দিওলা বলেছেন, ‘এটা অগ্রহণযোগ্য, এটা সত্যি অগ্রহণযোগ্য। ইউনাইটেড, চেলসি এই সপ্তাহে খেলছে না এবং আমাদের তারা আজ (গতকাল) খেলতে বাধ্য করেছে। (ম্যাচটা) আগামী সপ্তাহের শুক্রবার হলে ভালো হতো।’

বিবিসি স্পোর্টের উপস্থাপক গ্যারি লিনেকার গার্দিওলাকে প্রশ্ন করেছিলেন, এটাকে তাঁর অন্যায় মনে হচ্ছে কি না। এর উত্তরে গার্দিওলা বলেছেন, ‘এটা আসলে অসম্ভব। খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের কথা ভাবলেও এটা স্বাভাবিক নয়, সত্যই এটা স্বাভাবিক নয়।’

গার্দিওলা এরপর যোগ করেন, ‘আমি জিতেছি বলেই সাহস করে এটা বলছি। আমি শুধু হেরে যেতাম, তাহলে চুপ করে থাকতাম। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। এটা খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের বিষয়। আমি জানি না, আজ আমরা কীভাবে টিকে রইলাম।’

বিষয়টি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) সামনে তুলেছেন কি না– এমন প্রশ্নে গার্দিওলার উত্তর ছিল এ রকম, ‘গ্যারি, আপনার কি মনে হয় আমাদের চাওয়াতে কিছু বদলাবে। আমার শুধু এখানে বলারই ক্ষমতা আছে। এটা পরিবর্তন হবে না।’

ব্যাটিং এনে দেবে স্পনসর, বোলিং দেবে শিরোপা: ভুবি

আপনজন ডেস্ক: এ সময়ে বোলারদের কাজ সহজ নয়, বিশেষ করে টি-টোয়েন্টিতে। আর এবারের আইপিএল তো বোলারদের জন্য হয়ে উঠেছে বিভীষিকা। গতকাল দিল্লির বিপক্ষে আরেকবার রেকর্ড গড়েছে হায়দরাবাদ। দলটির অধিনায়ক পেসার প্যাট কামিন্স নিজেই বলছেন, তাঁর একটা অংশ দলের এমন ব্যাটিং পারফরম্যান্সে রোমাঞ্চিত। আবার আরেকটা অংশ ভাবনায় পড়ে গেছে, সেখানে যে বোলিং করতে হবে তাঁকেও!

ফিল্ডিংয়ের বাধ্যবাধকতা, উইকেটের ধরন তো আছেই, আইপিএলে এখন আছে ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়মও। যে নিয়ম কাজে লাগিয়ে প্রায় প্রতি দলই সুযোগ পাচ্ছে বাড়তি একজন করে ব্যাটসম্যান খেলানোর।

বিশ্লেষকদের মতে, লোয়ার অর্ডারে বিশেষজ্ঞ একজন ব্যাটসম্যানের উপস্থিতিতে ওপরের দিকের ব্যাটসম্যানরা এখন আরও মেলে ধরছেন নিজেদের, খেলছেন শট। তবে ভুবনেশ্বর কুমার মনে করিয়ে দিলেন, দিন শেষে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে দরকার বোলারদেরই।

দিল্লির বিপক্ষে কাল প্রথম ৬ ওভারে ১২৫ রান তুলে টি-টোয়েন্টির নতুন রেকর্ড গড়েছে হায়দরাবাদ। বিশাল লক্ষ্যে দিল্লির শুরুটাও হয়েছিল দারুণ, পাওয়ারপ্লেতে তারা তোলে ৮৮ রান। তবে এরপর আর পেরে ওঠেনি দিল্লি। এমন ম্যাচে বোলাররা মার খাবেন, সেটি মেনেই নিয়েছেন ভুবনেশ্বর। হায়দরাবাদ পেসার বলেছেন, ‘এত রান ডিফেন্ড করতে গেলে হয় আপনি অনেক রান দেবেন, অথবা উইকেট পাবেন। আমরা মেনে নিয়েছি এত রান ডিফেন্ড করতে গিয়ে আমরা অনেক রান দেব। কিন্তু পরিকল্পনা সব সময় বাস্তবায়ন করাই লক্ষ্য ছিল।’

এমন পরিস্থিতিতে পাদপ্রদীপের আলো যে ব্যাটসম্যানদের ওপরই, এ মৌসুমে প্রথম ৭ ম্যাচে ৪ উইকেট নেওয়া ভুবনেশ্বর জানেন সেটিও। তাঁর মতে, ‘অনেক বছর পর আমাদের ব্যাটসম্যানরা এভাবে কার্যকর হয়ে উঠছে। বোলিং বিভাগ হিসেবে পেছনের সারিতে থাকতে আপত্তি নেই, ১৮০ বা এমন রান ডিফেন্ড করতে গেলে মনে হবে কমই।’

এ মৌসুমে তিনবার আগে ব্যাটিং করে ২৫০ পেরিয়েছে হায়দরাবাদ, জিতেছে তিনটি ম্যাচই। আগে ব্যাটিং করে এখন পর্যন্ত তাদের সর্বনিম্ন স্কোর ১৬২, যেটি ডিফেন্ড করতে ব্যর্থ হয়েছে হায়দরাবাদ।

তবে এখন পেছনের সারিতে থাকলেও তাঁরাই ‘মূল’ চরিত্র দীর্ঘ মেয়াদে, ভুবনেশ্বর মনে করেন সেটিও, ‘বোলিংয়ের তো একটা কিছু আছে কেউ বলছিল, ব্যাটিং আপনাকে স্পনসর এনে দেবে কিন্তু বোলিং আপনাকে শিরোপা এনে দেবে। এ মুহূর্তে আমরা যেমন বোলিং করছি, সেটি স্কোরকার্ডে খারাপ দেখালেও আমাদের জন্য বেশ ভালোই।’

কিন্তু বোলারদের এই ভূমিকা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কতটা উৎসাহী করে তুলবে ক্রিকেটে এ ভূমিকা বেছে নিতে, সে প্রশ্ন ঘুরেফিরেই আসে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ফাস্ট বোলার ডেল স্টেইন অবশ্য বলেছেন ভিন্ন কথা। তাঁর মতে, ‘আমি মজা করে বলতেই পারি, অবসর নিয়েছি বলে এখন আর বোলিং করছি না, ফলে আমি খুশি। কিন্তু বোলার হওয়াটা সব সময়ই দারুণ। আপনি যদি নিজেকে সেরা হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে আপনি নশ্বরদের মধ্যে ঈশ্বর হয়ে উঠবেন, যাকে সবাই চায়। ব্যাটসম্যানদের তাণ্ডবের মধ্যে হয়ে উঠবেন খুনে। (বোলার হওয়ার) আকর্ষণ অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখনই বেশি।’

স্টেইনের মতো করে কজন ভাববেন, প্রশ্ন সেটিই। কিন্তু ভুবনেশ্বররা যদি হায়দরাবাদকে এনে দিতে পারেন শিরোপা, তাহলে হয়তো প্রমাণিত হবে আরেকবার–বোলাররাই এনে দেন শিরোপা!

জয়ে ফিরে লিগের শীর্ষেও ফিরল আর্সেনাল

আপনজন ডেস্ক: অ্যাস্টন ভিলার কাছে নিজ মাঠে হেরে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছিল আর্সেনাল। এরপর বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকেও বিদায়ঘণ্টা বেজে যায় গানারদের। ওই শোক কাটিয়ে উঠে জয়ের ধারায় ফিরেছে মিকেল আর্তেতার দল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে উলভারহাম্পটনের মাঠ থেকে ২-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে আর্সেনাল।

গানারদের হয়ে গোল দুটি করেছেন লিয়ানদ্রো ট্রোসার্ড এবং মার্টিন ওদেগার্দ।

উলভসকে হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইয়েও ফিরল আর্সেনাল। ম্যানচেস্টার সিটিকে পেছনে ফেলে লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তো এখন গানাররাই। ৩৩ ম্যাচে আর্সেনালের অর্জন ৭৪ পয়েন্ট।

তাদের চেয়ে মাত্র ১ পয়েন্ট পেছনেই বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। সিটিজেনরা ম্যাচও খেলেছে গানারদের চেয়ে একটি কম। তাদের সমান ৩২ ম্যাচ থেকে ৭১ পয়েন্ট অর্জন করে তৃতীয় স্থানে আছে লিভারপুল।

তিন ম্যাচ পর প্রথম জয়। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ফেরা। সব মিলিয়ে উলভসের বিপক্ষে জিতে খুশি আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা, ‘খুব ভালো সাড়া দিয়েছে খেলোয়াড়রা। ওদের নিয়ে আমি গর্বিত। আমরা সঠিক পথে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। আরেকটি ক্লিন শিট নিয়ে মাঠ ছাড়লাম।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**